চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 August 2019 ■ আগরতলা, ৩০ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পরকীয়ার জেরে বাড়ির ছাদে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। অবৈধ সম্পর্কের জেরে সংসারে অশান্তিকে ঘিরে এক গৃহবধূকে বাড়ির ছাদে পুড়িয়ে মারলেন স্বামী, এমনটাই অভিযোগ। তবে, স্বামীর বক্তব্য, তার স্ত্রী অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। ওই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ মৃতার স্বামীকে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পুলিশ মৃতার শাশুড়িকেও আটক করেছিল। কিন্তু, থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে, ওই স্বামী-স্ত্রীর শিশুসন্তানকে চাইল্ড লাইন নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবর সকাল ৮-টা নাগাদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলার নোয়াগাঁও শিতলাবাড়ি এলাকায় সোমা দাসকে তার স্বামী সুমিত দাস কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছেন। স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া প্রায়ই লেগে থাকত। আজ সকালে স্বামী সুমিত দাস তার স্ত্রী সোমা দাসকে পুড়িয়ে মেরেছেন। তাঁদের কথায়, মাস তিনেক আগে এক মহিলার সাথে মৃতার স্বামী

অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ওই মহিলাকে তিনি বাড়ি এনেছিলেন। তখন থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা বেড়ে যায়। কিন্তু, মৃতার স্বামীর দাবি, তার স্ত্রী ফোনে অন্য কারোর সাথে ক্রমাগত কথা বলেন। তাকে রেকর্ডিং শুনিয়ে এ থেক বিরত থাকতে বলেছিলাম, তাতেই অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি বলেন, কাল রাতভর স্ত্রীকে পাহাড়া দিয়েছেন। কারণ, বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু, সকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং ওই সুযোগেই ছাদে গিয়ে আত্মহত্যা করেন তার স্ত্রী, বলেন তিনি।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। মৃতার এক প্রতিবেশী জানান, আজ ভোরেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। এর পরই সকালে স্ত্রীকে হাত-পা বেঁধে ছাদে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন তাঁর স্বামী। তাঁরা জানান, ২ বছর আগে এই এলাকায় নতুন বাড়ি বানিয়ে এসেছিলেন ওই স্বামী-স্ত্রী। অভিযুক্ত স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন।

এদিকে, মৃতার ভাই সুমন দেবনাথও তার ভগ্নিপতিই খুন করেছেন বলে অভিযোগ করেন। তিনি জানান, প্রায়ই তার বোন ফোনে সংসারে অশান্তির কথা জানাতেন। কিন্তু, পরিণতি এমন হবে কখনও ভাবিনি। বোনের নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ভগ্নিপতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন তিনি।

পুলিশ ওই ঘটনায় অভিযুক্ত সুমিত দাসকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে। গৃহবধূর মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর মৃতার ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। তাঁদের শিশু সন্তানকে চাইল্ড লাইন নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

নার্সের গাফলিতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ আইজিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ফের চিকিৎসায় গাফিলতির কারনে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল রাজধানীর আই জি এম হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার আই জি এম হাসপাতালে মৃত্যু হয় সদ্যজাতের। এই ঘটনায় পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেছে মৃত্যু শিশুটির পরিবার। হাসপাতালের কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতির কারনেই এই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ আত্মিয় পরিজনদের। জাণা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার সাত সকালে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। ঘটনা উদয়পুরের পেরাতিয়া রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। রেলের নীচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ দেবনাথ, বয়স ৪৫। দেহ খন্ড বিখন্ডিত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে গর্জি ফাঁড়ি থানার ওসি বৌদ্ধ দেববর্মা ছুটে যান। ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয় মৃতদেহ। পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করছে। এই ঘটনায় পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে প্রায় ৭১,৫৪৩ কোটি টাকার জালিয়াতি আরবিআই-এর বার্ষিক রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট।। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির হার বেড়ে গিয়েছে ৭৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এমনই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) -র বার্ষিক রিপোর্টে। বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে প্রায় ৭১,৫৪৩ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছেউ বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় যা প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বেশি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকেই বেশি জালিয়াতি হয়েছে। এর পর রয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং বিদেশি ব্যাঙ্ক। ধার নিয়ে শোধ না দেওয়ার মতো ঘটনাই বেশি। অন্যান্য ধরনের জালিয়াতি তুলনায় নগণ্য। যেমন, ইন্টারনেট জালিয়াতি ইত্যাদি হয়েছে মাত্র ০.৩ শতাংশ।

এদিকে, সম্প্রতি রিজার্ভ তাঁদের ভাঁড়ার থেকে কেন্দ্রের সরকারকে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত বিমল জালান কমিটির সুপারিশ মতেই ওই টাকা সরকারকে দিয়েছে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এর মধ্যে ৫২ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপৎকালীন তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এর ফলে তাদের আপৎকালীন তহবিল ১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। বর্তমানে ওই তহবিলের পরিমাণ হল, ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা।

তবে এ সব সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব রাজস্ব আয় বেড়েছে অনেকটাই,--- ১৪৬.৫৯ শতাংশ। শুধু মাত্র সুদ বাবদ আয় বেড়েছে ৪৪.৬২ শতাংশ। ৮৬,১৯৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে তা হয়েছে ১ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ ভাণ্ডারও গত আর্থিক বছরের তুলনায় বড় হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে ৫৬৬.২৩ মেট্রিক টন সোনা ছিল। তা ৫১.৯৩ মেট্রিক টন বেড়ে হয়েছে ৬১৮.১৬ মেট্রিক টন।

বিভিন্ন দাবী আদায়ে গন্ডাছড়ায় পথ অবরোধ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ আগস্ট।। স্কুলের সমস্যা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রাস্তা অবরোধ। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার জগবন্ধু পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। জানাগেছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতি বার সকাল ছয়টা থেকে গন্ডাছড়া - আমবাসা রোডের উল্টাছড়াতে রাস্তা অবরোধে বসে।

দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হল - শিক্ষক সংকট দুরিকরন, পানীয় জল, শৌচালয়, কম্পিউটার শিক্ষক , স্কুল বাউন্ডারি,বিদ্যুৎ, স্কুল যাওয়া রাস্তা, স্কুল মাঠ , সিআরসি হল ঘর ।এই দিকে রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা অবরোধ স্থলে ছুটে যায় ।কিন্ত অবরোধকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ডিসিএম -কে লক্ষ্য করে বলে স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য অবরোধ স্থলে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক সহ এলাকার জন প্রতিনিধিরা আসতে হবে ।অবশেষে সকাল সাড়ে এগারোটানাগাদ মহকুমা শাসক অবরোধ স্থলে ছুটে যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অনুরোধ করে বলে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়ার

পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত আসামের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ আগস্ট।। পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবারও সাফল্য পানিসাগর থানার পুলিশের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৬ কৌটা ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারিকে আটক করল পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায় পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের কাছে গোপন সুত্রে খবর আসে আসামের করিমগঞ্জ থেকে এক নেশা কারবারি নেশাসামগ্রী নিয়ে পানিসাগর থানাধীন রামনগর বাজার এলাকায় বিক্রি করার উদ্যেশে এসেছে।

তরিঘরি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকামা সহ পুলিশ বাহিনি নিয়ে রামনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় ছুটে জান। রামনগর বাজারে পৌঁছেই পুলিশের এক ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয়। তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৬ কৌট ব্রাউন সুগার। আটক ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা। পুলিশ তাকে আটক করে পানিসাগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত বহিরাজ্যের কুখ্যাত নেশা কারবারির নাম হুসেন আলী। তার বাড়ি আসামের করিমগঞ্জের আনিপুরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারদোৎসব উপলক্ষে রেশনে অতিরিক্ত চাল, ডাল, চিনি মিলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষ্যে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের রেশনশপগুলিতে অতিরিক্ত চাল, ডা, চিনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জনগণের সার্বিক সুবিধার্থে বর্তমানে রেশনশপের মাধ্যমে সবরবাহকৃত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। আজ মহাকরণে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গণবন্টন ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই মসুর ডাল এবং চিনি দেওয়া হচ্ছে। শারদোৎসবের প্রাক্কালে সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের প্রতিটি রেশনশপের মাধ্যমে প্রত্যেক রেশনকার্ডধারীদের কার্ড পিছু অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল প্রতি কেজি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে গৃহবধূর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। আত্মহত্যা না পকিল্পিতভাবে হত্যা। পুলিশ তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। তবে দুই কন্যা সন্তানের মা কেন আত্মহত্যা করবে। পারিবারিক কলহ লেগেই ছিল তার মধ্যে কন্যা সন্তান হওয়াতে পরিবার অখুশি চলত নির্যাতন। পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ মেয়ের পরিবারের। ঘটনা ধর্মনগর থানা এলাকার ডুপির বন্ধ লালছড়া গ্রামের। মৃতের নাম সোনা দাস(২৬) স্বামী নির্মল দাস। ২০১১ সালে তাদের সমাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল। নির্মন দাস পেশায় চাকুরীজীবী সে বর্তমানে কদমতলা ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারি। সোমা দাস এর বাড়ি পানিসাগর এর পেকুছড়ায়।

বুধবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় সোমা ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে বলে স্বামীর পরিবারের দাবি। পুলিশকে খবর না দিয়ে তড়িঘড়ি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে সোমাকে নিয়ে আসা হয় এখানের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমার পরিবারের অভিযোগ তাদেরকে ফোন করে জানানো হয়েছে যে সোমার অবস্থা গুরুতর ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছে। কিন্তু হাসপাতালে এসে মৃতদেহ দেখতে পান। হাসপাতালে সোমাকে শ্বশুরবাড়ির আশপাশের লোকজন নিয়ে এসেছে। তাছাড়া তাদের কাছ কিভাবে আত্মহত্যা করেছে কিভাবে ঘটনা ঘটেছে প্রথমে কোন কিছুর সদ উত্তর পায় নি তারা। মেয়ের পরিবারের অভিযোগ ২০১১ সালে বিয়ের কিছুদিন পর শুধু হয় পনের দায়ে নির্যাতন। বাইক ও নগদ অর্থ চেয়েছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহু ডিওয়াইএফআই সদস্য ভোট দেয়নি, তাই ক্ষমতায় আসতে পারেনি বামফ্রন্ট, দাবি মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। রাজ্যে ডিওয়াইএফআই-এর মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষের মত। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভোট দেননি। যদি ভোট দিতেন, তবে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসত। বৃহস্পতিবার ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে এবং কাজের দাবিতে কনভেনশন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই অভিযোগ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

মানিক সরকার বলেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দল, বিশেষ করে বিজেপি সম্পূর্ণ কাল্পনিক তথ্য উপস্থাপন করে বলেছিল, ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৫২ হাজারের বেশি শূন্য পদ রয়েছে। সেই সঙ্গে তারা বলেছিল, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এক বছরের মধ্যে এই সব শূন্যপদ পূরণ করা হবে। নির্বাচন শেষে বিজেপি সরকার গঠন করে ক্ষমতায় এসেছে। প্রায় ১৭ মাস হয়ে গিয়েছে, এক বছর পাঁচ মাসের বেশি হয়েছে, কিন্তু কতজন বেকারের চাকরি হয়েছে, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি?

মানিক সরকার বলেন, বামফ্রন্টের এক বিধায়ক বিধানসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিধাসভা নির্বাচনের পর কতজনের চাকরি হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরেও ৫২ হাজার বেকারের তথ্য দিতে পারেনি বর্তমান সরকার। আসলে নির্বাচনের আগে কিছু যুবককে বিভ্রান্ত করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে, দেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে উড়িয়ে এনে লম্বা-চওড়া ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। এর ফলে রাজ্যের বেকার ও বড় অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

আগরতলা টাউন হল-এ আয়োজিত কনভেনশনে মানিক সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সদস্য-সদস্যাগণ।

ছাত্র রাজনীতির উত্তপ্ত হাওয়া কৈলাসহর কলেজে দুই সংগঠনের সংঘর্ষ, ব্যপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ আগস্ট।। রাজ্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম কলেজ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। এন এস ইউ আই এবং এবিভিপির মধ্যে উত্তেজনা ও হাতাহাতিকে কেন্দ্র করে জেলা কংগ্রেস ভাঙচুর, বিক্ষোভ মিছিলেন নামে কংগ্রেস সমর্থকরা শহরের বুকে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন থেকে শুরু করে বিজেপির আঞ্চলিক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, সব মিলিয়ে উত্তপ্ত কৈলাসহর এর রাজনৈতিক পরিবেশ। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, মামলা-পাল্টা মামলায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে কৈলাসহর মহকুমায়। কলেজ চত্বর থেকে রাজপথ রাজনৈতিক দলগুলির কার্যালয় সর্বত্রই মোতায়েন করা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এন এস ইউ আই এবং এবিভিবি দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। প্রায়শই উভয়পক্ষের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ উত্তরপ্ত হয়ে উঠল কলেজ চত্বর। গত সোমবার ধর্মীয় পোশাক পরে কলেজে ক্লাস করাকে কেন্দ্র করে সেই উত্তেজনা আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

বুধবার কলেজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ নিয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা হয়। এন এস ইউ আই সমর্থক প্রথম বর্ষের ছাত্র মোঃ আব্দুল নুর অভিযোগ করে যে, গতকাল দুপুর বারোটা নাগাদ তাকে বিনা কারণে ছাত্রসংসদের নিয়ে শারীরিক নিগ্রহ করে এবিভিবি সমর্থিত ছাত্রছাত্রীরা। এমনকি তাকে উদ্ধার করতে গেলে তার সহপাঠীদের নিগৃহীত করা হয়। অপরদিকে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র লোকেশ নামা ও তুষার কান্তি দত্ত অভিযোগ করে যে গতকাল বিকালবেলা কলেজ শেষ করে কংগ্রেস ভবন লাগোয়া একটি দোকানে টিফিন করতে আসলে এনএসইউআই সমর্থিত কতিপয় ছাত্র ও বহিরাগতরা তাদের বলপূর্বক কংগ্রেস ভবনে নিয়ে গিয়ে হাত পা মুখ বেঁধে প্রচণ্ড মারধর করে। বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেলে খবর যায় সহপাঠীদের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সহপাঠীরা। তাদের কংগ্রেস ভবন থেকে উদ্ধার করে প্রথমে মহকুমা হাসপাতাল ও পরে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময় আক্রান্ত লোকেশ ও তুষার দত্ত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

রাজ্যে বিপ্লব কুমার দেব এর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার চাইছে রজ্যের উন্নয়ন এর পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে। আর সেখানেই ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস সিপিএম দল। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে বিরোধী দল। নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য ও আমজনতার দৃষ্টি নষ্ট করে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে বিরোধী দল। নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য ও আমজনতার দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই নিজেদের কার্যালয় নিজেরা ভাঙচুর করে এনএসইউআই ও কংগ্রেস কর্মীসমর্থকরা। এমনটাই অভিযোগ করেন বিজেপি জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক ভগবান দাস। পাশাপাশি গতকাল গভীর রাতে কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চলে বিজেপি দলের যুবরাজ নগরস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে কংগ্রেস ও সিপিএম এর মিলিত দুষ্কৃতকারীরা। ফলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় দলীয় কার্যালয়। একটি হিংসাত্মক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিরোধী দলগুলি। নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এমনটাই জানান জেলা সভাপতি ভগবান দাস।

গতকাল জেলা কংগ্রেস অফিস ভাঙচুর ঘটনার খবর পেয়ে বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩১৮ ▫ ৩০ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১২ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভূমি অধিকার

ভূমি অধিকার নিয়া যখন মানুষের মধ্যে আন্দোলনের জিগির উঠিতেছে ঠিক তখনই প্রকৃতির রোষানলে পুড়িতেছে অরণ্য। এর দায় অস্বীকার করিতে পারিবেন না ভূমির জন্য আন্দোলনের জিগিরধারীরা।
রোম যখন পুড়িতেছিল, সম্রাট নিরো নাকি বেহালা বাজাইতে ছিলেন। এখন আমাজন অরণ্য পুড়িতেছে, আর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো কমেডি শো দেখিতেছেন। ঘটমান ট্র্যাজেডির দিকে তাঁহার নজর নিশ্চিত ভাবেই আছে, কিন্তু মন নাই। তিন সপ্তাহের অইধক কাল যাবৎ অগ্নিদগ্ধ হইতেছে এই গ্রহের বৃহত্তম বৃষ্টি-অরণ্য, যাহার দুই-তৃতীয়াংশই ব্রাজিলে। তথ্যে প্রকাশ, প্রতি মিনিটে পুড়িয়া যাইতেছে তিনটি ফুটবল মাঠের সমান আয়তনের অরণ্য। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম একের পর এক খবর করিতেছে, নানান দেশের নেতা হইতে সাধারণ মানুষ সকলেই উদ্বিগ্ন। ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রই তথ্য দিয়াছে, এই বৎসরে অরণ্যে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত। উল্লেখ্য, বোলসোনারো প্রেসিডেন্ট হইয়াছে জানুয়ারির গোড়ায়।
নেতা দায়িত্ব লইলেন, এবং দায়িত্ব লইয়া আমাজনে আগুন লাগাইলেন — ঈর্ষান্ধ নিন্দকের কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। বাস্তব কিন্তু বোলসোনারোর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে। নির্বাচনী প্রচারে তিনি বলিয়েছিলেন, ক্ষমতায় আসিলে আমাজন-বান্ধব নীতি ও পদক্ষেপগুলি তুলিয়া দিবেন, অরণ্যকে উন্মুক্ত করিয়া দিবেন কাঠুরিয়া, কৃষক ও খামার-মালিকদিগের জন্য। তাহাই হইয়াছে। আমাজনে অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে ব্যাপক বৃক্ষনিধন হইয়াছে, পরিবেশবিদরা বলিতেছেন, ২০ শতাংশ অরণ্য এই মুহুর্তে নিশ্চিহ্ন। কৃষকেরা রীতিমতো ‘ফায়ার ডে’ পালন করিয়া জঙ্গলে আগুন লাগাইতেছেন, নেতার অভয়বাণী তাঁহাদের ইন্ধন। ফাঁস হইয়া যাওয়া সরকারি নথি দেখাইয়া দিয়াছে, বোলসোনারো সরকার আমাজনের নদীগুলিকে বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিতে চায়, তাহার লক্ষ্য রাজপথ, সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। কৃষিবাণিজ্য ব্রাজিলের অর্থনীতির প্রাণ, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে শিল্পায়ন। আমাজনে এ যাবৎ বিশালকায় শিল্পসংস্থাগুলি ঢুকিয়ে পায় নাই, এক্ষণে তাহাদের পথ প্রশস্ত।
বোলসোনারোর নীতি বা নীতিহীনতা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে আন্তর্জাতিক মহল। জি-৭ সম্মেলনে আমাজন লইয়া আলোচনা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। আমাজনের আগুন না নিবাইলে ব্রাজিলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিবে বলিয়া হুমকি দিয়াছে ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড। বালিয়াছে, ব্রাজিল হইতে মাংস ও কৃষিপণ্য আমদানি বন্ধ করিবে। ব্রাজিলের সম্পত্তি লইয়া অন্য রাষ্ট্রের এত শিরঃপীড়া কেন, প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন উদ্ধত বোলসোনারো। উত্তর আসিয়াছে, আমাজন সাধারণ ভূ-রাজনীতির উর্ধ্বে, বিশ্ববাসী যে বুক ভরিয়া অক্সিজেন লয় তাহার অনেকটাই এই অরণ্যের দৌলতে। এই অরণ্য অগণিত আদিবাসী ও জনজাতীয় মানুষেরও আবাসস্থল। অরণেওর অধিকার সর্বাগ্রে তাঁহাদেরই। এক দিকে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভ্রূকুটি, অন্য দিকে মানবাধিকার ভঙ্গের খঙ্গগ। চাপের মুখে পড়িয়া বোলসোনারো আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা পাঠাইয়াছেন। ইহাও বুঝিয়াছেন, উন্নয়ন মানেই ক্ষমতার সাহায্যে যথেচ্ছাচার নহে। আমাজানের অন্যন্য জীববৈচিত্রকে বাঁচাইয়াই শিল্প গড়িতে হইবে। হাতে লইতে হইবে যথোপযুক্ত পরিবেশবান্ধব পুনর্বাসন নীতি। অরণ্যকে গুঁড়াইয়া নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধানত হইয়াও শিল্পরথ পথ করিয়া লইতে পারে।

হাওড়ায় বাজেয়াপ্ত ১৯ লিটার দেশি মদ

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : প্রায় ১৯ লিটার দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে।
গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে হাওড়ার লিলুয়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে বেলগাছিয়ার বাঘার এলাকার যোগী বাবা মন্দিরের কাছে অভিযান চালিয়ে ১৯ লিটার দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অভিযান চালানোর সময় পুলিশ দেখতে পারে গৌতম ভৌমিক নামে বছর ৪২-এর এক ব্যক্তি দেশি মদ বিক্রি করছে। তৎক্ষণাত তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি হাওড়ার দাসপাড়ায়।
ধৃত গৌতম ভৌমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এর পেছনে বড় কোনও চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার সকালে হাওড়া পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে ওই এলাকায় বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রি করা হত। ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে।

হাওড়ার বেলুড়ে বহুতল আবাসনে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) বহুতল আবাসনে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার বেলুড়ে। মঙ্গলবার রাত ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ বেলুড়ের মহাবীর চকের কাছে অবস্থিত অগ্রসেন নগর নামে এক বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আবাসনের ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা বেরোতে দেখা যায়। তৎক্ষণাত খবর দেওয়া হয় দমকলে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায়া আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল।
বুধবার হাওড়ার পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা জানিয়েছেন, আগুন লাগার কারণে যে ঘন কালো ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার জেরে আবাসনের তিনজন বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রাথমিক চিঁকিৎসার পর এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কি কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তবে প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা যাচ্ছে যে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থল থেকে আবাসিকদের বাইরে বের করে নিয়ে আনা হয়। আবাসনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্তৃপক্ষ।

হেয়ার স্কুলের সামনে ফের পথ অবরোধ অভিভাবকদের

কলকাতা, ২৯ আগষ্ট (হি.স.) : ফের কলেজ স্ট্রিটে হেয়ার স্কুলের সামনে পথ অবরোধ অভিভাবকদের। শিক্ষকের অভাবে এককালের নামী এই স্কুলে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। ওপরমহলে বারবার দরবার করেও লাভ হচ্ছে না। প্রতিবাদে গত ১৭ জুলাই অভিভাবকদের একাংশ অবরোধ করেন। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে সেদিন অবরোধ প্রত্যাহার হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফলে বুধবার সকালে আবার তারা অবরোধ করে বসেন।
অভিভাবকদের দাবি, এক মাসের মধ্যে দাবি মেটানোর আশ্বাস ছিল। তা পূরণ হয়নি। তাই ফের অবরোধ। হেয়ার স্কুলে ছাত্র সাড়ে পাঁচশো। গত মাসে প্রভাতি শাখায় এক জন শিক্ষক চলে গেছেন। এখন শিক্ষক মাত্র ৮। এ মাসে চলে যাবেন টিচার ইন চার্জ তনুশ্রী নাগ। তারপর শিক্ষকের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ৭-এ। থাকার কথা ১১। ক্লাস প্রায় হয় না বললেই চলে। আগে দু’টো পিরিয়ড হয়ে স্কুল ছুটি হয়ে যেত। এখন মেরেকেটে একটা ক্লাস হয়। তাই ফের অবরোধ।
শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ জুলাই কথা দিয়েছিলেন, অন্য জায়গা থেকে শিক্ষক এনে এখানে ঘাটতি পুরন হবে। হয়েছে ঠিক তার উল্টো। অগাস্টে এ অবসর নিয়েছেন এক শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত টিচার ইন চার্জ তনুশ্রী নাগ ১ সেপ্টেম্বর অবসর নেবেন। ১৮১৮ সালে তৈরি হেয়ার স্কুল কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সরকারি স্কুল। সেই স্কুলের এই দুরাবস্থায় ব্যথিত শিক্ষা মহল।

পার্বতীর পুত্র-কন্যা

বারিদ বরণ ঘোষ

মধ্যবয়স থেকে সনৎ সিংহ মশাইয়ের গলার একটা গান বড্ড ভাবিয়ে তুলত আমাকে—‘কৈলাস হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী/ সঙ্গে গণেশ-কার্তিক আর লক্ষ্মী-সরস্বতী। ’ বাপের বাড়ি এলে কোলের ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ির আদর খেতে আসে---এটা বাঙালি ঘরের চেনা দৃশ্য। তাঁর বাপের বাড়ির আসার সময়টা শাক্তগীতি থেকে বোঝা যায় আমাদের দুগ্গোপুজোর সময়টাতেই। সেই নবমীর ছায়া আসে অথবা বিজয়াতে ‘ঠাকুর থাকবে তকক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।’ এক্কেবারে দুগ্গোপুজোতে মাত্র দিন তিনেকের একটা ছোট্টখাটো ---এ পর্যন্ত মেনে নিতে অসুবিধে হত না।
কিন্তু তিনি তখন এলেন বাপের বাড়ি বঙ্গদেশে, তখন বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেলাম। মা দুর্গার বাপের বাড়িটা কোথায়? শ্বশুরবাড়িটা তো কৈলাসে---শিবঠাকুরের বাড়ি। কেমন বাড়ি জানিনে। তবে খুব এখটা জুতসই বাড়ি জানিনে। তবে খুব একটা জুতসই বাড়ি সম্ভবত ছিল না, নইলে শ্মশানে-মশানে রাত কাটাবেন কেন। আর , ঘরে বউ থাকতে ভূতিনী-প্রেতিনীদের এত কেন? তা, কার যে কখন কাকে পছন্দ হয়, কে বলতে পারে। ‘পিরিতে মজিলে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।’ তো, যে কথা বলছিলাম---‘সতী’, ‘উমা’, ‘পার্বতী’, যাই বলি না কেন, ভদ্রমহিলার বাপ-মায়ের নাম হিমালয় এবং মেনকা। মেনকার বাবা আবার সুমেরু পর্বত । তাহলে মেনকার বাপের বাড়ি পাহাড়ে, সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গদেশে কোনওক্রমেই নয়। তবুও বাঙালি উমাকে নিয়ে কেঁদে বলে, এবার আমার ‘উমা এলে আর উমারে পাঠাব না’। যেন বঙ্গদেশটাই তাঁর বাপের বাড়ি। তা, সুমেরু হয়তো কোনও কারণে ট্রান্সফার হয়ে বঙ্গদেশে কিছুকাল ছিলেন। এমনটা ভেবে নিলে খুব একটা ক্ষতি হয় না।
সমস্যা দেখা দিল দু’টো ব্যাপার নিয়ে। মা দুর্গা বাপের বাড়ি এলেন কি মেয়ে হয়ে। না রণচণ্ডী মহিষমর্দিনীর রূপ ধরে? এ কেবলবাপের বাড়ি আসা রে বাবা। বাপ-মায়ের তো নাড়ি শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। তো, দু’-চারজনের খাকাবনি মেয়ে তো থাকতেই পারে। তা’ বলে মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে না আছে পাড়া-বেড়িয়ে ছোটবেলার বান্ধবীদের সঙ্গে কিংবা পাড়ার নজরে লাগা ছেলেগুলোর বাড়িতে যাওয়া---এ সেই একেবারে ত্রিশূল উঁচিয়ে খাঁচাছড়া হওয়ার জোগাড়। পিঠে চড়ে ত্রিশূলের ঘারেদশটা হাতে (ব্লাউজ পরেন কী করে বাবা) মহিষাসুরটাকে খুঁচিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে একাকার কাণ্ড। রাগের বশে এমনতার কাণ্ড কেউ যদি করেই বসেন, (জানি না রাজনৈতিক কোনও মদত ছিল কি না! তবে নীতি ছাড়া দেবনীতি তো ছিলই) তাতে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতেই পারে। হলও বটে। কিছু ‘পাঠা’-র প্রাণ তো........।
এটাও মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু মামার বাড়িতে এসে মাটন বিরিয়ানি, এগ চাউ, দু’এক পেগ না খেয়ে দু’টো বেড়ে ওঠা ছেলে---তার একটা তো গজমুণ্ড, আর দু’টো পূর্ণবয়স্ক মহিলা---এঁরাই নাকি দুর্গার ছেলেমেয়ে, সেই খুনোখুনির মধ্যে হাজির হয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে তাঁদের বাহন চতুষ্টয়ও। এঁদের নাম বলা হয়েছে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। আরও বলা হয়েছে এঁদের গর্ভধাণী নাকি স্বয়ং মাতা দুর্গাদেবী। এখানেই ধন্দটা আমাকে পাকাপাকি পেয়ে বসেছে। পাঠকরা চোখ পাকিয়ে উঠেছেন দেখতে পাচ্ছি—এতগুলো বছর ধরে আপামর বাঙালি কাম-ভারতবাসী মেনে এসেছে এঁরাই মায়ের ছেলেমেয়ে—আপনি কে হে দু’কলম লেখাপড়ার জাঁকে ওঁদেরকে অস্বীকার করে বসছেন? না হয় ওঁদের পাসপোর্ট ভিসা নেই, কি আধার কার্ড নেই—নইলে বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করিয়ে দেখিয়ে ছাড়তাম ওঁদের বাপ-মা কে? সবই হতে পারে মহোদয়গণ। কিন্তু ডিএনএ সেস্টাটা যে বাকি। এখনই সেটা একটু করা যাক। তবে পরীক্ষার ফল যদি আমার পক্ষে আসে ওই বছরটায়, তাহলে সামনের বছরটাতে যুদ্ধক্ষেত্রে এই চারজনকে বাদ দিয়ে পুজো করবেন। রামচন্দ্র যখন অকালবোধন করলেন, তাঁর একটি বাজীবলোচন উপড়ে ফেলে হারানো একটি পদ্মের সংখ্যা মিলিয়ে ১০৮ করে দিলেন—তখন কি ছেলেমেয়েরা সঙ্গে এসেছিলেন? গল্পের গরু গাছে না ওঠালেই কি নয়?
এবারে একে একে চারজনের ডিএনএ টেস্ট করা যাক। প্রথমেই গণেশকে ধরা যাক। এঁর কতরকম নাম। ‘গণপতি’, ‘মহাগণপতি’, ‘বিনায়ক’, ‘গিরিগণপতি,’ ‘বিদ্যাগণপতি’, ‘হরিদ্রাগণপতি’, ‘উচ্ছিষ্টগণপতি’ (এঁটো গণেশ!) ‘লক্ষ্মীবিনায়ক’, ‘হেরম্ব’, ‘বক্রতুণ্ড’, ‘একদন্ত’,

‘মহাদব’, ‘লম্বোদর’, হ’গজানন’, ‘বিকট,’ ‘বিঘ্নরাজ’, ‘সিদ্ধিদাতা’ ইত্যাদি। যতদূর জানা গিয়েছে খ্রিষ্ট্রীয় পঞ্চম শতকে এঁর একক পূজার প্রচলন হয়েছিল। সেকালে চিলের গর্ভে,হরিণীর গর্ভে, কলসির ভিতরে, শরবনে---,সর্বত্রই সন্তানের জন্মের ব্যবস্থা ছিল। গণেশের হস্তীমুণ্ড থেকে তাঁর জন্ম যদি হস্তিনীর গর্ভে হত---সেকেলে নিরিখে মেনে নিতে হত। কিন্তু পৌরাণিক গল্প মেনে একটা প্লাস্টিক সার্জারির ব্যাপারকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি আমরা। গল্পটা বলে নিতেই হবে। শিবের সঙ্গে নগনন্দিনী পার্বতীর বিয়ে হল। কিন্তু বহু বছর গেলেও তাঁদের কোনও সন্তানাদি না হলে পার্বতী বিষ্ণুর তপস্যা করতে লাগলেন সন্তানকামনায়। এক বছর ব্রত করলে বিষ্ণুর বরে তাঁর একটি সন্তান হল। তাকে দেখতে এলেন অনেকের সঙ্গে শনিদেবতা। কিন্তু শনির একটা বদরোগ হয়েছিল তাঁর বদরাগী স্ত্রীর কারণে । শনি বিয়ে করেছিলেন চিত্ররথের মেয়েকে। একবার শনি যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী প্রবল সঙ্গম ইচ্ছা হয়। তিনি সেজেগুজে স্বামীকে ভোলানোর চেষ্টা করলেও শনি স্ত্রীকে তাকিয়ে দেখেননি। তাতেই রেগে গিয়ে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দেন, এরপর থেকে শনি যাঁর দিকে তাকাবেন, তিনি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবেন। দুর্গার বরপ্রাপ্ত শিশুকে দেখলে সে বিনষ্ট হবে ভেবে শনি তাঁকে তাকিয়েও দেখলেন না। কিন্তু দুর্গা নাছোড়বান্দা। অগত্যা শনি দেখলেন আর অমনি গণেশের মাথা খসে গেল। খবর পেয়ে বিষ্ণু ছুটে এলেন এবং একটা ঘুমন্ত হাতির মাথা সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে শিশুর ঘাড়ে জুড়ে দিলেন। রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা নেই, গণেশের ঘাড় আর হাতির গলার সাইজ এক কি না দেখা নেই, পশুর রক্ত আর মানুষের রক্ত ম্যাচ করে কি না ভাবা নেই---ডেনড্রাইট দিয়ে জুড়ে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার হল। তবে দেবতার লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য কী?
কিন্তু গন্ডাগোল হল এই কাহিনীর পরের অংশ নিয়ে। হাতির মাথা কাটা আর জোড়া নিয়ে কয়েক জোড়া আখ্যান তৈরি হয়ে গেল। একদল বলেন (‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’বাদীরা) মালি ও সুমালি বলে দুই শিবভক্ত একবার সূর্যকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করলে সূর্য অজ্ঞান হয়ে যান আর পৃথিবী অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যায়। ছেলের দুরবস্থা দেখে সূর্য-পিতা কাশ্যপ শিবকে অভিশাপ দিয়ে বসেন যে, তার ছেলের মাথাও খসে যাবে। তাই ঘটেও এবং তখন ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা কেটে এনে শল্যাচিকিৎসা সম্পন্ন হয়। ঘুমন্ত হাতি এই গল্পে ঐরাবত তাহলে ঐরাবত কি ববন্ধ হয়ে থাকল? আবার একটি কাহিনীতে হর-পার্বতী সঙ্গমবৈচিত্রের জন্য বানর রূপে বিহার করার ফলে হনুমানের জন্ম হয় (অছত তিনি পবনপুত্র হিসেবেই পরিচিত) ‘গল্প পুরাণ’ লিখছে, এরপরে ঐরাবত বেশে বনে বিহারের ফলে গণেশ জন্মান।একদিন পার্বতী স্নানঘরে গিয়েছেন। শিব অধৈর্য হয়ে সেই স্নানঘরে ঢুকতে গেলে গণশ বাবাকে বাধা দেন। বেসামাল শিব রেগে ছেলের মাথা কেটে ফেলেন। পরে শান্ত হয় হাতির মাথা কেটে মস্তক প্রতিস্থাপনেরকাজটি সারেন। ‘স্বন্দ পুরাণ’ এক পা এগিয়ে পার্বতীর গর্ভকালে সিন্দুর নামে এক দৈত্যকে গর্ভের আটমাসে প্রবেশ করিয়ে তাকে দিয়ে মাথা কাটান। মস্তকহীন গণেশ জন্মে নিজেই হাতির মাথা কেটে নিজেই লাগিয়ে নেন। তিনি যে সিদ্ধিদাতা।
এসব গল্প থেকে বোঝা যায়, শিবের বীর্যে নয়, বিষ্ণুর বরে গণেশের জন্ম হয়, আবার তাঁদের মিলনেও জন্ম হয়।
প্রতিবারই মাথা কাটা যায়—শনি এবং দৈত্যের কারণে যেমন, তেমনই কামার্ত পিতার চোটেও। এখানে একটু মেনে নেওয়ার অবকাশ আছে, গণেশ সম্ভবত শিব-পার্বতীর যৌথ সন্তান। ব্যস এই পর্যন্ত। কিন্তু ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয়? লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই বোনের গর্ভধারিণী কি পার্বতী? বিচারের ভার পাঠদের উপর---আমি সওয়াল জবাবটা সাজিয়ে দিই। রায়দানটাও শোনাব পাঠকদের কথা আড়াল থেকে শুনে নিয়ে। একটা সহজ কথা বলে নিই। ছোটকুমারকে আমরা জাকনাম দিয়েছি ‘কার্ত্তিক’ (বানানটা লক্ষ করতে বলি)। শুভনাম ‘কার্ত্তিকেয়’, পদবি জানি না। দেবতাদের কারও কারও পদ আছে, যেমন ইন্দ্র রাজপদ, কিন্তু পদবি নেই। ওঁদের আধার কার্ড হবে না। আকাশের সপ্তষিমণ্ডলের কথা আমরা জানি—এই সাতজন ঋষির নাম মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রুতু, অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ। এঁরা যজ্ঞ করেছিলেন একবার। যজ্ঞকুণ্ড থেকে লেলিহান অগ্নি হঠাৎ সাতঋষির সাত পত্নীকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদরে পাওয়া দুষ্কর জেনে প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছাই প্রকাশ করে বসেন। ওদিকে, দক্ষকন্যা স্বাহ্য মনে মনে অগ্নিকে কামনা করতেন। তিনি অগ্নির দুর্বলতা জানতে পেরে অঙ্গিরা ঋষির স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে সহবাস করেন। এরপরে অরুন্ধতী ছাড়া আর পাঁচজন ঋষির পত্নীর রূপ ধারণ করে আপন কামবাসনা চরিতার্থ করেন। প্রতিবারই অগ্নি বীর্য একটি কাঞ্চনকণ্ডে নিক্ষেপ করতেন ।তা থকে একটি সন্তান জন্ম নেয়, যার ছ’টি মাথা। স্খলিত বীর্যকে বলে ‘স্বন্ন’, তা থেকে সন্তানের নাম হয় ‘স্কন্দ’, ছ’টি মাথা বলে ‘ষড়ানন’। সন্দেবশে ঋষিরা পত্নীদের ত্যাগ করেন। সন্তানটির প্রাণরক্ষার জন্য ছ’জন কৃত্তিকা তাকে স্তন্যপান কারন। কৃত্তিকা-লালিত বলেই তাঁর নাম ‘কাত্তিক’ (বানানটা সেজন্যে এইরকমই হবে), কার্ত্তিকেয়। কাহিনিটা অন্যরকমভাবে সরাসরি অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন এবং গর্ভবতী হয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ হিমালায় শিখরে পরিত্যাগ করেন। এই সম্মিলিত গর্ভতেজে সে এত ক্ষণ শিব ছিলেন না কাহিনী ক্ষেত্রে। তৃতীয় আখ্যানে সুন্দরী ঋষিপত্নীদের দেখেই শিবের (মহাদিদেব) বীর্যপাত হয়, শিব এই বীর্য আগুনে ফেলে দেন। অগ্নির অনুরোধে এই বীর্য গর্ভে ধারণ করেন গঙ্গা। গর্ভস্থ শিশুর জন্ম হলে তিনি শরবনে ফেলে দেন। ইনিই কার্ত্তিক। বাবা শিব, মা গঙ্গা। পার্বতী এই ছবিতে অনুপস্থিত। অগ্নিও এক হিসেবে কার্ত্তিকের পিতা। গন্ডাগোলে পড়া গেল। আগুনতে পাওয়া গেলেও শিবকে পাওয়া দুষ্কর (শিব মন্দিরগুলোর যা হাল।) এদের থেকে ডিএনএ পরীক্ষা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এটুকু নিশ্চিন্তে বোঝা গেল ময়ুরবাহন কার্ত্তিকেয় কিছুতেই পার্বতীর দেহজ সন্তান নন। তাহলে সৎ ছেলে বলব কি?
দুই বোনের মধ্যে ভড় কে, এই নিয়ে সোনা-রূপোর সিংহাসন তৈরি করিয়ে এঁদেরকে বসিয়ে বিচার করার গল্প জানেন না এমন বাঙলি অঙ্গুলি গুনেও পাওয়া যাবে না সম্ভবত। তবে যতদূর প্রচার আছে, বয়সে লক্ষ্মীই বড়। ইনি কি দুর্গার গর্ভজ কন্যা? খুবই পুরনো কালের দেবী। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, সেখানে তিনি শ্রী এবং ঐশ্বর্যদেবী। তৈত্তিরীয় উপনিষদ’-এ লক্ষ্মী ছিলেন আদিত্যর স্ত্রী ‘শতপথ ব্রাহ্মাণ’-এ তাঁর পিতা প্রজাতি। বৈকুণ্ঠে তাঁর স্বামী স্বয়ং বিষ্ণু আর তাঁর গর্ভজাত সন্তান স্বয়ং কামদেব। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংস সূত্রেই লল্মী বিষ্ণুর স্ত্রী। লক্ষ্মীর বাবা হিসেবে কোথাও শিবের উল্লেখ নেই। পার্বতী ও কাহিনীতে অনুপস্থিত। যদি শিবের কন্যা হতেন, তাহলে বিষ্ণু হলেন শিবের জামাতা। লক্ষ্মী যে-ই হন, তিনি বড্ড খামখেয়ালি। এক্ষুনি কাউকে ধনী করলেন তো তখনই অন্যকে ফতুর করে দিলেন। অনেক সময়ই গ্রিক সাহিত্যের জুপিটারের স্ত্রী মতোই নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপারায়ণ, লম্পট ও নীতিহীন ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করে থাকেন। যদি শিব-পার্বতীর মেয়ে না হয়ে থাকেন তো ভালই। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে নিয়ে বেশি কথা না লেখাই ভাল। তবে এটা দেখা ভাল যে, তিনি শিব গৌরীর কেউ নন। তিনি পার্বতীর ঘরে আসায় পার্বতীর ধন-দৌলত বেনে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ি এলে মেয়ের গৌরব তো বাড়বেই। সাধে কি মন্ত্রে বলা হয় অন্য সব দেবদেবীর উদ্দেশ ‘ইহ গচ্ছ’ আর লক্ষ্মীর বেলায় ‘ইত তিষ্ঠ’। মজার কথা এই যে, সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যাকমল লোচনে আদৌ বিদ্যা বা বাক্-এর দেবী ছিলেন না, বরং লক্ষ্মীর পোর্টফোলিওর তিনি ভাগীদার ছিলেন। তিনি বেদের আমলের দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠীত্রী। আবার তিনি ব্রহ্মাবর্তের একটি নদীও, নদীর কাজ দেশকে উর্বরা ও জলসম্ভাব সরবরাহ করা, সেজন্যেই তিনি পবিত্র। সেজন্যেই তিনি সম্পদেরও অধিকারিণী। বেদে তিনি আদৌ বাগ্‌দেবী নন। বেদেও ‘মহাভারত’-এ তিনি নদী হিসেবেই উল্লিখিত। সেখানে তিনি অন্নদাত্রী এবং সুবুদ্ধির সঞ্চালিকা।
এঁর জন্ম পরমাত্মর মুখ থেকে। জন্মের পর থেকেই অবশ্য বীণাধারিণী, অতএব সংগীতেরও দেবী। সৃষ্টিকালে এর পঞ্চরূপ রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা এবং সরস্বতী। খেয়াল করে দেখলে, দুর্গা তাঁর মা নন,তাঁরই অংশজাতা। কৃষ্ণ থেকেই তাঁর জন্ম। কিন্তু কৃষ্ণকেই তিনি কামনা করতেন। এ এক মজার ব্যাপার। মজা, না ন্দির? আরও জঘন্য ব্যাপার, ‘দেবী ভাগবত’-এ তিনি ব্রাহ্মার স্ত্রী এবং ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দু’জনেই নারায়ণের স্ত্রী। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে এর বিচার হবে না। ধ্যানরত ব্রহ্মা মুখ থেকে জাত কন্যার নাম দেন সরস্বতী। মেয়েটি বড় হতেই ব্রহ্মা তাঁকে কামনা করেন, মেয়েটি লজ্জায় মরে যান। তিনি যেদিকে দিয়েই চলে যান সেদিকে ব্রহ্মার একটি করে মুখ বের হয়। উপরের দিকে গেলে চার মাথার মাঝখানে আবার একটি মুখ গজিয়ে ওঠে ঊর্ধ্বপানে। শেষ পর্যন্ত সরস্বতী বাধ্য হন তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে। বে শনি তাঁকে তাকিয়েও দেখলেন না। কিন্তু দুর্গা নাছোড়বান্দা। অগত্যা শনি দেখলেন আর অমনি গণেশের মাথা খসে গেল। খবর পেয়ে বিষ্ণু ছুটে এলেন এবং একটা ঘুমন্ত হাতির মাথা সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে শিশুর ঘাড়ে জুড়ে দিলেন। রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা নেই, গণেশের ঘাড় আর হাতির গলার সাইজ এখ কি না দেখা নেই, পশুর রক্ত আর মানুষের রক্ত ম্যাচ করে কি না ভাবা নেই---ডেনড্রাইট দিয়ে জুড়ে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার হল। তবে দেবতার লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য কী?
কিন্তু গন্ডাগোল হল এই কাহিনীর পরের অংশ নিয়ে। হাতির মাথা কাটা আর জোড়া নিয়ে কয়েক জোড়া আখ্যান তৈরি হয়ে গেল। একদল বলেন (‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’বাদীরা) মালি ও সুমালি বলে দুই শিবভক্ত একবার সূর্যকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করলে সূর্য অজ্ঞান হয়ে যান আর পৃথিবী অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যায়। ছেলের দুরবস্থা দেখে সূর্য-পিতা কাশ্যপ শিবকে অভিশাপ দিয়ে বসেন যে, তার ছেলের মাথাও খসে যাবে। তাই ঘটেও এবং তখন ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা কেটে এএন শল্যাচিকিৎসা সম্পন্ন হয়। ঘুমন্ত হাতি এই গল্পে ঐরাবত তাহলে ঐরাবত কি ববন্ধ হয়ে থাকল? আবার একটি কাহিনীতে হর-পার্বতী সঙ্গমবৈচিত্রের জন্য বানর রূপে বিহার করার ফলে হনুমানের জন্ম হয় (অছত তিনি পবনপুত্র হিসেবেই পরিচিত) ‘গল্প পুরাণ’ লিখছে, এরপরে ঐরাবত বেশে বনে বিহারের ফলে গণেশ জন্মান।একদিন পার্বতী স্নানঘরে গিয়েছেন। শিব অধৈর্য হয়ে সেই স্নানঘরে ঢুকতে গেলে গণশ বাবাকে বাধা দেন। বেসামাল শিব রেগে ছেলের মাথা কেটে ফেলেন। পরে শান্ত হয় হাতির মাথা কেটে মস্তক প্রতিস্থাপনেরকাজটি সারেন। ‘স্বন্দ পুরাণ’ এক পা এগিয়ে পার্বতীর গর্ভকালে সিন্দুর নামে এক দৈত্যকে গর্ভের আটমাসে প্রবেশ করিয়ে তাকে দিয়ে মাথা কাটান। মস্তকহীন গণেশ তাতে গর্ভসঞ্চার হয়, পুত্রসন্তানের জন্ম দেন স্বায়ম্ভব মনু। আবার তিনি বিষ্ণুরও শক্তি। সব এলোমেলো হয়ে যায়। এটাও মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু মামার বাড়িতে এসে মাটন বিরিয়ানি, এগ চাউ, দু’এক পেগ না খেয়ে দু’টো বেড়ে ওঠা ছেলে—তার একটা তো গজমুণ্ড, আর দু’টো পূর্ণবয়স্ক মহিলা---এঁরাই নাকি দুর্গার ছেলেমেয়ে, সেই খুনোখুনির মধ্যে হাজির হয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে তাঁদের বাহন চতুষ্টয়ও। এঁদের নাম বলা হয়েছে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। আরও বলা হয়েছে এঁদের গর্ভধাণী নাকি স্বয়ং মাতা দুর্গাদেবী। এখানেই ধন্দটা আমাকে পাকাপাকি পেয়ে বসেছে। এখানে পার্বতীর নামগন্ধ নেই। তবে একবার শিবের সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটে। বিশ্বমিত্র সরস্বীতীকে শাপমুক্ত করেন শিব। ব্যস এই পর্যন্ত। তখন তাঁর নাম হয় ‘শোনপূণ্য’। বোঝা গেল, দুর্গার সঙ্গে এলেও (এসেছিলেন কি সিত্যই?) তিনি শিব-দুর্গার কন্যা নন। অথচ বাঙালি পরকে করিল নিকট বন্ধু। কী আর করা যায়। আমি সামান্য কলজীবী, সরস্বতী শ্লেষপরাণা হলে উদরান্নে টান পড়বে। তাই কাহিনীতে কষি টানলাম। তবে যাওয়ার আগে বলে যাই, গণেশবাজিকে কোনও প্রকারে এঁদের সন্তান বললেও আর তিনজন যে নন, এ কথা তিনসত্যি করে বলতে পারি।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা আয়োজিত একদিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

৩১শে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা, কড়া নজরদারি পাথারকান্দি মহকুমায়, কাউকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান পুলিশ প্রশাসনের

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ৩১ আগস্ট শনিবার জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে। এনআরসি-কে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পুরোপুরি প্রস্তুত করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন। খোলা হয়েছে বিশেষ কন্টোল রুমও। রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে জেলার অন্যান্য এলাকার মতো পাথারকান্দিতেও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তারও।

গত বছরের ৩১ মার্চ এনআরসি-র অতিরিক্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এবার প্রকাশিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত তালিকা। অতিরিক্ত খসড়া থেকে রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ পড়ায় চূড়ান্ত তালিকাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভয়ে আত্মহত্যাও করেছেন। আতঙ্কের রাশ টানতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য প্রশাসন।

বিষয় সম্পর্কে করিমগঞ্জ জেলা পুলিশের সদর ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্যের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি তথ্য অনুযায়ী পাথারকান্দি সার্কলের অধীনে মোট ১৭টি এনএসকে অর্থাৎ সেবাকেন্দ্র রয়েছে, আগামী ৩১ আগস্ট এই সব সেবাকেন্দ্রে তালিকা প্রকাশ হবে। এগুলোতে বাড়তি কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে কিনা জানতে চাইলে ডিএসপি জানান, এর আগে খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় যেভাবে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ-বার তা আরও মজবুত করা হয়েছে। পাথারকান্দির দুই বিএসএফ রেজিমেন্ট, সিআরপিএফ-সহ অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্য জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, করিমগঞ্জ জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা বহুদিন আগে থেকেই বলবৎ রয়েছে। নতুন করে পাথারকান্দিতে তা জারির প্রয়োজন নেই।

এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নানা ধরনের গুজব ও আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, এ-সম্পর্কে পুলিশের পদস্থ অফিসার শুক্লবৈদ্য বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষে বিশেষ পর্যবেক্ষণ সেল খোলা হয়েছে। এনআরসি সম্পর্কিত কোনও গুজব ও আতঙ্ক সংক্রান্ত কোনও পোস্ট নজরে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে পাথারকান্দি সার্কলের অধীনে ১৭টি এনএসকের মধ্যে অতি স্পর্শকাতর কোনও সেবাকেন্দ্র না থাকলেও সামান্য স্পর্শকাতর এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে আসিমগঞ্জকে। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। আসিমগঞ্জ এনএসকে-তে পুলিশ ও আধাসেনার টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিএসপি সদর জানান, একটি নিখুঁত শুদ্ধ নাগরিকপঞ্জি সবার জন্য দরকার। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তৈরি এনআরসি-কে সার্থক করতে সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার।

তাঁর আহ্বান, এনআরসি নিয়ে কাউকে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত ভারতীয়দের নাম কোনও ভাবেই কর্তন হবে না। তবে কোনও কারণে যদি কারও নাম বাদ পড়ে, তা-হলে ট্রাইবুনালে ওজর-আপত্তি জানাতে সংশ্লিষ্ট নাগরিক হাতে পাবেন ১২০ দিন। এই সময়কালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাইবুনালে এ সংক্রান্ত উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দাখিল করে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, জানান করিমগঞ্জের সদর ডিএসপি।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা জোরদার গোয়ায়

পানাজি (গোয়া), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হল গোয়ায়।

বৃহস্পতি রাজ্য পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল পারমাদিত্য জানিয়েছেন, গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণের পুলিশ সুপার, এটিএস এবং রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। যে জায়গায় সার্বজনীন গণেশ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে সেই সকল জায়গায় সিসিটিভি বসানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের ডেপুটি পুলিশ সুপারদের। ভক্তদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে পারমাদিত্য আবেদন করেছেন যে

ছয়ের পাতায়

শশী থারুরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না জানাল কংগ্রেস

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করার জন্য শশী থারুরের বিরুদ্ধে কোনও রকমের শাস্তিযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না। বৃহস্পতিবার কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এমনই জানানো হয়েছে।

এদিন কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মুল্লাপাল্লী রামচন্দ্রণ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে মন্তব্য করার জন্য শশী থারুরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। থারুর যে কারণ দেখিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট দল।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভাল কাজ করলে তাঁর প্রশংসা করা উচিত। পাশাপাশি তিনি অভিষেক মণু সিঙ্ঘভি এবং জয়রাম রমেশের দাবিকেও সমর্থন করেন শশী। বর্ষীয়ান এই দুই নেতা জানিয়েছিলেন যে সব সময় প্রধানমন্ত্রীকে নিন্দা করা উচিত নয়।

‘গাজনাভি’ নামে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীর নিয়ে চাপান-উতোরের মাঝে ‘গাজনাভি’ নামের ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল পাকিস্তান। বুধবার রাতে ২৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভূমি থেকে ভূমি মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হয়। সফল উতেপণ হয়েছে বলে দাবি পাক জেনারেলের।

বৃহস্পতিবার এ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের কথা জানিয়ে পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস পাব্লিক রিলেশন (আইএসপিআর) এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ব্যালিস্টিক মিসাইল ২৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত নানা ধরণের মারণাস্ত্র বহনে সক্ষম।ক্ষেপণাস্ত্রর সফল পরীক্ষার জন্য সেনা দলকে জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী।

‘গাজনাভি’ নিশ্চিতভাবে অনুপ্রবেশেকৃত বা আশেপাশের কোনও বিএমডি (ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা) সিস্টেম বা অন্য যে কোনও সিস্টেমকে ধ্বংস করতে সক্ষম বলে জানিয়েছে দেশটির সামরিক বিভাগ। এর আগে গত মে মাসে ‘সারফেস টু সারফেস ব্যালেস্টিক মিসাইল শাহেন -২’ এবং জানুয়ারি মাসে সামরিক স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড প্রশিক্ষণ মহড়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তান কৌশলগত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ‘নসর’ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছিল।

বৃহস্পতিবার সদর কংগ্রেস ভবনে এনএসওয়াই এর কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিদম্বরমকে গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আইএনএক্স মিডিয়ায় মামলায় সিবিআইয়ের হেফাজতে থাকা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের আবেদনে সাড়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিদম্বরমকে গ্রেফতার করতে পারবে না এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। তাঁকে যাতে ইডি গ্রেফতার না করতে পারে সেজন্য সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট চিদম্বরমের সেই আর্জি মেনে নিয়ে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে স্বস্তি দিল। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিদম্বরমকে গ্রেফতার করতে পারবে না এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। এই মামলায় ওই দিন ফের শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। শীর্ষ আদালত এদিন বলেছে, সি বি আইয়ের হেপাজতে রাখার বিরুদ্ধে চিদম্বরম যে আবেদন করেছিলেন, তার ওপর শুনানি হবে সোমবার। চলতি সপ্তাহের শুরুতে বিশেষ আদালত তাঁকে শুক্রবার অবধি সিবিআই হেফাজতে রাখার অনুমতি দেয়।

২০০৭ সালে ইউপিএ জমানায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকার সময় আইএনএক্স মিডিয়ায় ৩০৫ কোটির বিদেশি অনুদানের অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই সময় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রকের অধীন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন বোর্ডের (এফআইপিবি) অনুমোদন নিতে হত। অভিযোগ, সে সময় আইএনএক্স মিডিয়ায় ৩০৫ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগে বেআইনি ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ওঠার পরই তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। প্রাথমিক তদন্তের পর ইডি দাবি করে, ওই ৩০৫ কোটি টাকা যে সংস্থায় ট্রান্সফার হয়েছিল, সেটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম। ইডি আরও দাবি করে, কার্তির হস্তক্ষেপেই এফআইপিবি এই বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছিল। তদন্তের স্বার্থে সিবিআই-এর পাশাপাশি বেশ কয়েক বার বাবা-ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি অফিসাররাও। আপাতত সিবিআইয়ের হেফাজতে আছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডিও ।

উপযুক্ত শাস্তি পেলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী : ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

মুম্বই, ২৯ জুন (হি. স.) : আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমকে গ্রেফতার করার খবরে খুশি ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। মুম্বইয়ের একটি আদালতের বাইরে সংবাদসংস্থাকে তিনি বলেন, এতদিনে উপযুক্ত শাস্তি পেলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় গত ২১ অগস্ট দিল্লি হাইকোর্ট আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করার পরই চিদম্বরমকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই সময়ই সিবিআই এবং অন্যান্য সূত্রে খবর পাওয়া যায়, এই মামলায় রাজসাক্ষী ইন্দ্রাণীর বয়ানের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছিল কংগ্রেস সাংসদ চিদম্বরমকে। গত ১১ জুলাই ইন্দ্রাণী রাজসাক্ষী হন এবং সিবিআই তাঁর বয়ান রেকর্ড করে। তার ভিত্তিতেই চিদম্বরমকে গ্রেফতার করা হয়।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় গ্রেফতারের পর থেকে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন পি চিদম্বরম। আগামিকাল ৩০ অগস্ট তাঁর হেফাজতের মেয়াদ শেষের পর ফের আদালতে তুলবে সিবিআই। ফের হেফাজতে পেলে ইন্দ্রাণীর মুখোমুখি বসিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে জেরা করতে পারেন গোয়েন্দারা, এমন খবরও সিবিআই সূত্রে পাওয়া গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৭-এ আইএনএক্স মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন পিটার ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। সেই সময় অর্থমন্ত্রী ছিলেন পি চিদাম্বরম। তিনি আর তাঁর ছেলে দু-জনেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অভিযোগ প্রচুর অর্থ তছরুপ করেছেন।

বৃহস্পতিবার টিএমসিতে কর্মরত কর্মচারীরা এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই অযোধ্যায় গড়ে উঠবে রাম মন্দির : সুনীল ভারালা

লখনউ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় গড়ে উঠবে রাম মন্দির। বৃহস্পতিবার এমনই জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী সুনীল ভারালা।

এদিন সুনীল ভারালা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই ভগবান রামের মন্দির অযোধ্যায় গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী নিষ্পত্তিতে বিশ্বাসী। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজে হাতে রাম মন্দির গড়বেন। তাঁর মধ্যেই বিপুল ক্ষমতা রয়েছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুনীল ভারালা জানিয়েছেন, প্রায় প্রতিদিনই সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে শুনানি চলছে। শীঘ্রই রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেবে দেশের শীর্ষ আদালত বলে দাবি করেছেন তিনি। সুনীল ভারালা আরও দাবি করেছেন যে এখন মুসলমান সম্প্রদায়ও এই বিষয় নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে।

২০১০ সালের এলাহাবাদ হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৪ অ্যাপিল পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অযোধ্যার বিতর্কিত জমিকে তিন ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দেন। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড, নিরমোহি আখড়া, রামলালা মধ্যে ২.৭৭ একর জমি ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

ভালবাসা ও আস্থার সম্পর্ক ওয়ানাডবাসীর সঙ্গে : রাহুল গান্ধী

ওয়ানাড (কেরল), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ভালবাসা ও আস্থার সম্পর্ক ওয়ানাডবাসীর সঙ্গে গড়ে তুলতে চান রাহুল গান্ধী। তাঁকে শুধুমাত্র সাংসদ হিসেবে না দেখে নিজেদের সন্তান ও ভাইয়ের মত গ্রহণ করারও আহ্বান করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ওয়ানাডে গিয়ে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, স্নেহ এবং আস্থার সম্পর্ক ওয়ানাডবাসীর সঙ্গে গড়ে তুলতে চাই। পরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করারও আহ্বান করেন তিনি। ওয়ানাডবাসী যেন তাঁকে ভাই এবং ছেলে হিসেবে দেখে বলে আহ্বান করেন তিনি। সংসদে কেরল এবং ওয়ানাডকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছেন বলে জানিয়েছেন এই কংগ্রেস নেতা। কৃষকদের দুরবস্থা তিনি যে সংসদে বহুবার তুলেছেন তাও জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ করা যেতে পারে বন্যাবিধ্বস্ত ওয়ানাডের কি অবস্থা তা সরেজমিনে এদিন খতিয়ে দেখেন রাহুল। ওয়ানাডের বন্যা মোকাবিলার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন তাও জানান তিনি।

ওয়ানাডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন কেরলকে যখন ভগবানের নিজস্ব দেশ বলা হয় তখন ওয়ানাডকে নিয়েও ভাবনা চিন্তা করা উচিত। পর্যটন শিল্পের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে এই জায়গায়। এমন কর্মসংস্থানেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবা সপ্তাহ পালন করবে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর জন্মদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই উপলক্ষ্যে গোটা সপ্তাহ জুড়ে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি পালন করবে বিজেপিকর্মীরা। ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ পালন করবে বিজেপিকর্মী ও সমর্থকেরা। এই উপলক্ষ্যে স্বচ্ছতা অভিযান এবং সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই উপলক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়া হবে। এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অবিনাশ রাই খান্নাকে। কমিটিতে রয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল। পাশাপাশি রয়েছেন সুধা যাদব এবং সুনীল দেওধর। এই কর্মসূচি অনুযায়ী রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে। বিজেপিকর্মীরা হাসপাতাল এবং অনাথালয় গিয়ে অসুস্থরোগীদের এবং দুঃস্থ শিশুদের সেবা করবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে।

এক সপ্তাহ ধরে এই সেবা কর্মসূচিতে প্রতিটি রাজ্যের বিজেপি ইউনিটকে প্রধানমন্ত্রীর জীবনী এবং সাফল্যের উপর বই বিতরণ করা হবে। সেই বই প্রতিটি রাজ্যের বিজেপি নেতারা ব্যক্তিগত ভাবে বিতরণ করবেন। পাশাপাশি প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাবে দলের সমস্ত সাংসদ ও বিধায়কেরা।

মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবব

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মেট্রো যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত খুশির খবরউ এবার থেকে মেট্রোতে বহন করা যাবে ২৫ কেজি ওজনের ভারী ব্যাগউ সরকারের পক্ষ থেকে জানো হয়েছে, ২৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের ব্যাগ বহন করা যাবে মেট্রোতেউ তবে, বান্ডিল আকারে ব্যাগেজ বহণ মেট্রো ট্রেনগুলিতে অনুমতি দেওয়া হবে নাউ

প্রসঙ্গত, মেট্রো রেলওয়ে (বহণ ও টিকিট) আইন, ২০১৪ সংশোধন করেছে সরকারউ এর আগে মেট্রোতে ১৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের ব্যাগ বহন করা যেতউ কিন্তু, এবার থেকে মেট্রোতে বহন করা যাবে ২৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের ভারী ব্যাগ, বিবৃতি মারফত এমনই জানানো হয়েছেউ এত দিন ১৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের ব্যাগ বহন করতে পারতেন মেট্রো যাত্রীরাউ নতুন এই নিয়মে মেট্রো যাত্রীরা খুশি হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে

 হরেকরকম হরেকরকম

খাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কি?

ঢের হয়েছে মশাই। এবার ব্যাপারটা না হলে আর চলছে না। আরে, আমরা হলাম গিয়ে বাঙালি। আমাদের একটা জ্যাতাভি মান বলে কিছু আছে তো! গ্লোবাইলাইজেশনের যুগে বাংলা ভুলে যতই বং হই না কেন, আত্মাটাতো এখনো সে বাঙালিই আছে। তাই এসব গাল গপ্প আর কতদিন সহ্য হয় বলুন তো।

কি নিয়ে কথা বলছি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়? তা বুঝবেন কি করে। কোনো দিন কোনো কিছু নিয়ে একটু তলিয়ে ভেবেছেন নাকি। সারা জীবন সামনের লোকটা যা বলে এসেছে, তাতে গলা মিলিয়েছেন শুধু। আরে মশাই আমি এতসব কথা বলছি বাঙালি খাবার নিয়ে। এই যে আমাদের নানা পদ নিয়ে এত রকমের দারণা, সেগুলি আদৌ ঠিক কিনা। তা কখনো ভেবে দেখেছে? কোনো কিছু না ভেবেই এটারসঙ্গে ওটা খাওয়া যায় না, এটা খেলে সেটা হয— এমন সব ধারণা অন্ধের মতো মেনে চলেছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন কত এক্সপেরিমেন্ট কত ঘাম ঝরানোর পর একটা একটা বাঙালি পদের আবিষ্কার হয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন না। সময়টা ১৯ শতক হবে হয়ত। সে সময় জন্ম নিয়েলি এক নতুন পদ। ছানার মিষ্টি। এর আগে বাঙালি জিহ্বা শুধুমাত্র ক্ষীরের মিষ্টিই চেখেছিল। ছানা তখন বাঙালির কাচে ছিল অপাংক্তেয়। উত্তর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের তৈরি নতুন বাজারে শুরু হল ছানার মিষ্টি নিয়ে নানা গবেষণা। শেষে নানা হাত ঘুরে জন্ম হল সন্দেশের। পরে নলিনচন্দ্র দাসের একক চেষ্টায় বঙ্গজীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ছানার সন্দেশ। এর কিছু বছর পর ১৮৭৮ সালে আরেক মিষ্টি বিক্রেতা নবীনচন্দ্র দাস ছানার সঙ্গে সুজি মিশিয়ে তৈরি করলেন রসগোল্লা। আজও বাঙালির ভুরিভোজের আসর রসগোল্লা আর সন্দেশ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তাহলে এবার ভাবুন বাঙালি খাবারের এতদিনকার এই যে ইতিহাস, তা কিছু বুল ধারণার জন্য কি এমনভাবে শেষ করে দেওয়া যায়?

পিয়াজ বড় হট, খেলে করবে ছটফট—

পিয়াজ খেলে নাকি গা গরম হয়। বাজে কথা। পিয়াজ খেলে বরং পাকস্থলী ঠান্ডা হয়। তবে এই ছোট্ট সবজিটি গরম তেলের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র বদল করে গরম হয়ে যায়। তাই রান্না করা পিয়াজ গা গরম করে, কাঁচা পিয়াজ নয়। প্রসঙ্গত, এই খাবারটা গরম, এটা ঠান্ডা— এই ধারণাটা এসেছে চীনা তত্ত্ব, ইন অ্যান্ড ইয়েং অব ফুড থেকে। যে সব খাদ্য হার্টকে উদ্দীপিত করে, সে সব খাবার হল ইয়েং ফুড। আর যা খেলে পাকস্থলী ঠান্ডা হয়, সেগুলি ইন ফুড। পিয়াজ একটি ইন ফুড।

ফুলকো লুচি বনাম ন্যাতানো লুচি—

কেউ বলতে পারেন ফুলকো লুচি ভালো, না ন্যাতানো লুচি? না আমি স্বাদের দিক থেকে বলছি না। কোন লুচিটা খেলে শরীরের কম ক্ষতি হয়, সেটাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। শুনলে অবাক হবেন ছাঁকা তেলে ভাজা লুচি খেলে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ ফুলকো লুচি হয় তেল চুপচুপে। তাই ঠান্ডা লুচি বেঁদে দিয়ে যতই ভালো লাগুক না কেন, তা কোলেস্টেরল বাড়ায় হুড়মুড় করে।

কুমড়োভাজা, শরীর তাজা—

ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে কুমড়ো সেদ্ধ ব্যস, তাহলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা, রোগ থাকবে দূরে— মা ঠাকুমাদের এই সেকেলে ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। কারণ সেদ্ধর থেকে কুমড়ো ভাজা শরীরের পক্ষে বেশি ভালো. গবেষণায় দেখা গেছে ঢাউস এই সবজিটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা একমাত্র তেলের সংস্পর্শে এলেই সক্রিয় হয়। সেদ্ধ অবস্থায় এই ভিটামিনটি সে ভাবে কাজ করতেই পারে না। যে কারণে কুমড়ো সেদ্ধ খেলে শরীরের আলাদা করে কিছু ভালো হয় না। তাই ঠাম্মারা আজ থেকে আর সেদ্ধ নয়, ভাজা কুমড়োর জয়গান শুরু করুন।

খিচুড়ি নাকি অ্যাসিড ফ্যাক্টরি—

খিচুড়ি নামক খাদ্যটির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা সে কোন কাল থেকে। তবুও দেখ এই সুস্বাদু খাবারটিকে নিয়ে কত গুজব।

কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো এও দাবি করেন, যে খিচুড়ি খেলেই নাকি অ্যাসিড হয়।

ভুল, সব ভুল! দোষটা আসলে খিচুড়ির নয়। আমাদের রান্নার পদ্ধতির। আমরা চাল ও ডাল একসঙ্গে দিয়ে খিচুড়ি রান্না করি। আর সেখানেই করি ফেলি আসলভুলটা। কারণ চাল যত তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, ডাল অত ঝটপট সেদ্ধ হয় না। ফলে ডালটা কাঁচাই থেকে যায়। যে কারণে খিচুড়ি খেলেই অনেকের পেট ভার, বুক জ্বালা আর অ্যাসিড হয়। এবার থেকে খিচুড়ি রান্নার সময় প্রথমে হাঁড়িতে ডাল দিন। এর কিছুক্ষণ পর চাল মেশান। এতে চাল এবং ডাল দুটোই সমান সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন আর কোনো সমস্যাই হচ্ছেনা।

বাঙালির ভাত ঘুম—

একথা ঠিক যে ভাত খেলেই ঘুম পায়। কারণ ভাতের মধ্যে মেলাটোনিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা ঘুম ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, ভাতের পাশাপাশি আলু, বার্লি এবং সিঙ্গাপুরি কলাতেও মেলাটোনিন থাকে। তাহলে প্রশ্ন, আলু বা সিঙ্গাপুরি কলা খেলে কেন ঘুম পায় না? উত্তরটা খুব সহজ। আমরা যে পরিমাণে ভাত খাই, সে পরিমাণে কি আলু বা সিঙ্গাপুরি কলাই খাই?

ভাতে মেদ বাড়ে, কমে রুটিতে—

ভাত আর রুটির নিউট্রিশন ভ্যালু একই। তাই ভাত খাওয়ার সঙ্গে মোটা হওয়ার যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি রুটি খেলেই তরতর করে মেদ ঝরবে, এমনটাই হয়না। আমরা সাধারণত ভাত খাই ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে। মাঝ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আর ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ। সঙ্গে ভাতের মধ্যে দিয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট ঢোকে। তাই পুষ্টিগত দিক থেকে ভাত যে রুটির থেকে অনেক কদমই এগিয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডালে ডালে ইউরিক অ্যাসিড—

ডালের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বাড়া বা কমার কোনো সম্পর্ক নেই। জেনে রাখা ভালো, যে সব খাবারে হাইপোজেনথিন নামক উপাদানটি থাকে, কেবলমাত্র সে সব খাবার খেলেই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটে। প্রসঙ্গত, শুধু মুসুর ডাল কেন, কোনো ডালেই এই উপাদানটি থাকে না। যদিও ভাতের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ভাতের মধ্যে সিম্পল সুগার খুব বেশি পরিমাণ থাকে। যা জয়েন্টের ব্যথা বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা নেয়।ছোট মাছ খাও, বাড়বে চোখের জ্যোতি—

এই ধারণাটি অর্ধ সত্য। চোখের ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন এ।

জেনে নিন পাতার গুণাবলী

রান্না, রূপচর্চায় ও ওষুধে নানা ধরনের পাতা বা হার্বস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন তুলশী , পুদিনা , ধনে পাতা ইত্যাদি। তবে জানেন কি, কোন পাতায় কী গুণাবলী রয়েছে ? না জেনে থাকলে আসুন জেনে নেয়া যাক বিভিন্ন পাতার নানান রকম গুণাবলীর কথা। তুলসী বা বেসিল - স্যুপ , সালাদ ও আমিষ নানা রকমের রান্নায় বেসিল হার্বস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফ্রেশ বেসিলে আছে ফলিক এসিড আর শুকনো বেসিলে আছে পটাশিয়াম , আয়রন ও ক্যালসিয়াম। তুলশীতে রয়েছে অ্যান্টি ক্যানসার উপাদান। সর্দি কাশি কম করতেও তুলশী পাতার তুলনা নেই। পুদিনা বা মিণ্ট - চকলেট , চুইংগাম এর মতো নানা ধরনের খাবারে পুদিনা বা মিণ্টের ফ্লেভার প্রায়ই পাওয়া যায়। পুদিনা পাতায় রয়েছে মেন্থল যা পেট ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পুদিনা বদ হজম দূর করতেও সাহায্য করে। মাথা ধরা ও বমি ভাব এর সমস্যা দূর করতে পুদিনা পাতা হাতে নিয়ে একটু থেঁতলে নিন। তারপর নাকের কাছে ধরুন। পুদিনার ফ্রেশ গন্ধ আপনাকে নিমেষেই সতেজ করে তুলবে। সর্দি-কাশি সারাতেও পুদিনা দারুন ভাবে সাহায্য করে। ধনে পাতা - ধনে পাতায় রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা লিভার ও স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া গোটা ধনেতে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও আয়রন। বদহজমেও ধনে পাতা দারুন উপকারি। পার্সলে পাতা - পার্সলেতে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও আয়রন। ত্বকের সমস্যা দূর করতে ও হজমে সাহায্য করে পার্সলে। অ্যাজমা , সর্দি কাশির সমস্যাতেও পার্সলে বড় ভূমিকা নেয়। এছাড়া পার্সলে পাতাতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি। অরিগ্যানো - এক গবেষণায় দেখা গেছে রান্নার হার্বসের ভেতরে অরিগ্যানোতে রয়েছে সব থেকে বেশি পরিমান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এছাড়া অরিগ্যানোতে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ , ক্যালসিয়াম , ভিটামিন সি ও ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড। হজমেও সাহায্য করে অরিগ্যানো। রোজমেরি - ম্যাঙ্গানিজ , ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ রোজমেরি খাবারের স্বাদ বাড়ানোর সাথে সাথে শরীরের পক্ষেও দারুন উপকারি। রোজমেরি দুর্বলতা জনিত নানা সমস্যা যেমন অতিরিক্ত ক্লান্তি , লো ব্লাড প্রেশার ও মাথা ব্যাথা দূর করতে সাহায্য করে। রোজমেরিতে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেণ্ট রয়েছে যা ক্যানসার প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

পুরুষ দেহে শিহরণ তৈরি করতে পারে কেবল নারীর কণ্ঠস্বরই!

স্বাভাবিকভাবে আমরা ধারনা করে থাকি পুরুষের কাছে নারীকে আকর্ষণীয় করে তোলে মূলত তার রূপ, কণ্ঠস্বর নয়। কিন্তু নারীর কণ্ঠস্বর আসলেই পুরুষের শরীরে শিহরণ তৈরি করতে পারে, তাকে করে তুলতে পারে আরও বেশি আবেদনময়ী। এ ব্যাপারটি বেশি ঘটতে দেখা যায় যখন নারীর শরীর সন্তান ধারণের জন্য সবচাইতে উর্বর থাকে। গবেষকেরা অনেকদিন থেকেই ধারনা করে আসছিলেন যে পিক ফার্টিলিটির এ সময়টায় নারীর কণ্ঠের ওপর এমন এক ধরণের প্রভাব পড়ে যার ফলে নারীপুরুষ নির্বিশেষে শ্রোতার মাঝে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ নিয়ে গবেষণা প্রকাশিত হয় জেমস ম্যাডিসন ইউনিভার্সিটি থেকে। গবেষকেরা বেশি ও কম ফার্টিলিটি অবস্থায় থাকা নারীদের কণ্ঠের রেকর্ডিং শোনানো হয় নারী ও পুরুষের সামনে। এরপর তাদেরকে বলা হয় তার সেই কণ্ঠস্বরের আকর্ষণ বা আবেদনের ব্যাপারে তাদের মতামত জানাতে। এছাড়াও এসব কণ্ঠ শোনার সময়ে শ্রোতাদের ত্বকের ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পরিমাপ করা হয়। দেখা যায়, নারী এবং পুরুষ উভয়েই বেশি ফার্টিলিটির কণ্ঠস্বরকে বেশি আকর্ষণীয় বলে মত দেন। এ ছাড়াও এ কণ্ঠস্বর শোনার সময়ে তাদের ত্বকে ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় ২০ শতাংশ, হৃদগতি বাড়ে ৫ শতাংশ। ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবার ব্যাপারটিকেই আমরা শরীরে শিহরণ হিসেবে অনুভব করি। পিক ফার্টিলিটি অবস্থায় থাকা একজন নারীর কণ্ঠস্বর বুঝতে পারা ও সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানোর ওপরে পুরুষের বংশধারা অব্যহত থাকার ব্যাপারটি নির্ভর করতে পারে। একইভাবে, পিক ফার্টিলিটি অবস্থায় থাকা নারীকে শনাক্ত করতে পারার ওপরে ওপর একজন নারীর প্রতিযোগিতার ব্যাপারটিও নির্ভরশীল। ধারণা করা হয় সেক্স হরমোনগুলো শুধুমাত্র জননেন্দ্রিয়গুলোকে প্রভাবিত করে। আসলে কিন্তু এরা অন্যান্য অঙ্গের ওপরেও প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন ল্যারিনক্স বা স্বরযন্ত্র। ল্যারিনক্স ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টিনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এ তো গেলো নারীর কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটি। অন্যদিকে দেখা যায়, পুরুষের ভারী কণ্ঠস্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন বেশিরভাগ নারী।

আক্রান্ত হবার আগেই চোখের রোগ ধরে ফেলবে কন্ট্যাক্ট লেন্স

পৃথিবীজুড়ে অন্ধত্বের প্রধান কারণ গ্লুকোমা। ৬০ মিলিয়ন মানুষকে আক্রান্ত করার মতো মারাত্মক হলেও এর চিকিতসা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি ধরতে পারলে অন্ধত্বের কবল থেকে বেঁচে যেতে পারেন রোগী। এর জন্যই তৈরি হয়েছে বিশেষ এই লেন্স, যা এই রোগ আঁচ করতে পারবে প্রাথমিক পর্যায়েই। গ্লুকোমা হয় তখনই, যখন চোখের ভেতরে তরলের চাপ বেড়ে যায়। এতে চাপ পড়ে অপটিক নার্ভের ওপর এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায় চোখের। চোখের ভেতরে হঠাত করে এমন চাপ বেড়ে জাবার ব্যাপারটি বের করার জন্যই এই লেন্স।ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের গবেষকেরা তৈরি করছেন এমন একটি ক্ষুদ্র ওয়ারলেস যা লেন্সের সাথে লাগিয়ে চোখে ইমপ্ল্যান্ট করা যাবে। এই সেন্সর থেকে তথ্য সরাসরি যেতে থাকবে হাসপাতালে। জেসব রোগীরা গ্লুকোমার ঝুঁকির আওতায় আছেন, তাদেরকে সাধারণত প্রতি ৩-৪ মাসে একবার দেখেন ডাক্তারেরা। এই পদ্ধতিতে এসব রোগীর চোখের পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিকভাবে লক্ষ্য রাখা যাবে। এই প্রযুক্তি মানুষের হাতের নাগালে আসতে পারে আগামি ৫ বছরের মাঝেই। কি করে কাজ করে এই লেন্স?দেখুন এর অংশগুলোর কাজ। ঙ. একটি সিলিকন রিপ্লেসমেন্ট লেন্স, যা সাধারণত ছানি অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। এর মাঝে আটকানো থাকবে ইলেক্ট্রনিক অংশ।ঙ্ক. একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের (ঞ্চঋঙ্ক) ওপর থাকা সেন্সর, যা সারাক্ষণ চোখের ভেতর তরলের চাপের ওপর লক্ষ্য রাখে।ঋ. ঞ্চঋঙ্ক এর ওপর একটি মাইক্রোচিপ, যা এই চাপের তথ্য রেডিও সিগন্যালে রূপান্তরিত করে।ঙ্গ. একটি স্ট্যাবিলাইজিং টেনশন রিং, যা এই পুরো জিনিসটিকে ঘিরে থাকে এবং এতে আছে একটি অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনা রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে তথ্য বাইরে পাঠায় এবং শক্তি গ্রহণ করে।ক্ষ তথ্য বাইরের একটি রিসিভার গ্রহণ করে। এই তথ্য পান একজন ডাক্তার এবং তিনি চাপের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়।

স্টেম সেলগুলি মূলত দুই প্রকারের হয়—ভ্রুণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল ---যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায় --- যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রূণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিষ্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ---মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব।

এছাড়া কিছু হাড়ের চিকিৎসায়, ক্ষত নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রূণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়।

সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি---বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

ডাবের জল ও মধুর ব্যবহারে দূর করুন চিকেন পক্সের দাগ !

চিকেন পক্স বিচ্ছিরি দাগ রেখে গেছে আপনার চেহারায়? মুখে হয়ে গেছে ক্ষত ক্ষত চিহ্ন? একদম চিন্তা করবেন না। এবং এটা-সেটা মুখে লাগানোর বদলে চেষ্টা করুন এই ঘরোয়া উপায়গুলো। একদম প্রাকৃতিক ভাবেই মধু ও ডাবের জলের ব্যবহার আপনার চেহারা থেকে মুছে দেবে চিকেন পক্সের ক্ষতচিহ্ন। কীভাবে? চলুন, জেনে নিই বিস্তারিত। ডাবের জলের ব্যবহার সবচাইতে সহজপটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাসে ভরা ডাবের জল কেবল আপনার দেহের জন্যই ভালো নয়। এটা ভীষণ উপকারী মুখের দাগ ছোপ দূর করতেও। হ্যাঁ, চিকেন পক্সের ক্ষত দূর করতেও ডাবের জল দারুণ কার্যকর। ডাবের জলে আছে ঙ্খাষ্ঠদ্রদ্ধদ্রত্রন্, যা আপনার দেহের পি এইচ লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে ও ত্বকের কোষের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। ডাবের জলের অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণাবলী ত্বককে সারিয়ে তোলে ও সুরক্ষা দেয়। নিয়মিত ডাবের জলের ব্যবহারে মুখের যে কোন দাগছোপই কমে যেতে থাকে। কীভাবে ব্যবহার করবেন? -প্রতিদিন এক গ্লাস ডাবের জল পান করুন। -আপনার গোসলের জলে ডাবের জল যোগ করুন। এক বালতি জলে ২ গ্লাস ডাবের জল।-তুলা বা কটন বাডের সাহায্যে চিকেন পক্সের দাগের ওপরে প্রতিদিন ডাবের পানি লাগান। পক্স সেরে যাওয়ার একদম সাথে সাথে লাগাতে শুরু করলেই বেশি উপকার পাবেন।

অর্জুনের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন গ্যাবরিয়েলা

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ ১৮ জুলাই মা হয়েছেন। ছোট্ট ছেলে অরিককে নিয়ে আপাতত বেশ মজায় রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল তথা অর্জুন রামপালের বান্ধবী গ্যাবরিয়েলা ডিমিট্রিয়াডিস। অরিকের জন্মের পর থেকে অর্জুন যেভাবে সব সময় তার পাশে থাকছেন, যত্ন নিচ্ছেন অরিকের, তার জন্য তিনি খুশি বলেও গ্যাবরিয়েলা।গ্যাবরিয়েলা জানান, ছেলে অরিকের সঙ্গে যেমন অর্জুনের সম্পর্ক ভাল। তেমনি অভিনেতার দুই মেয়ে মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গেও তার ছেলের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। মাহিকা এবং মায়রা অরিককে খুব ভালবাসে।পাশাপাশি মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গে অর্জুন একেবারে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গে অর্জুনের যেমন সম্পর্ক, অরিক বড় হলে ভবিষ্যতে তার সঙ্গেও বলিউড অভিনেতা একেবারে বন্ধুর মতো মিশবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন গ্যাবিরয়েলা।

গসিপ করলে সুস্থ থাকবে শরীর!

অফিসের ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে একটু সময় বার করে গসিপ করে নিতে পারেন। অন্যরা নিন্দে করলেও, আখেরে লাভ কিন্তু আপনারই। কী ভাবে? গবেষণায় জানা গিয়েছে, একটু আধটু গসিপ করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন আপনি। গসিপ করলে কী কী লাভ হতে পারে? অফিসে একগাদা

কাজ, বসের বকুনি, ডেডলাইনের চোখ রাঙানি-- এ সবের মাঝখানে পড়ে এমপ্লয়ি বেচারা তো কাহিল। সেখানে স্বস্তি দিতে পারে একটু গসিপ। একটু পিএনপিসি আপনার কাজের চাপ অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে, চাপ কমলে মানসিক শান্তি পাবেন। ফলে শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। গসিপকে কেউই সিরিয়াসলি নেন না, তাই তা নিয়ে কেউ গুরুতর ভাবনা-চিন্তাও করেন না। দেখবেন, একটু পিএনপিসি করে নিলেই মুড একেবারে চনমনে হয়ে গিয়েছে। তবে কেমন এবং কার সঙ্গে গসিপ করছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গসিপ করলে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। কারণ গসিপের গোপনীয়তা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেই ছোট ছোট গোপনীয় কথা বলা যায়।

বৃহস্পতিবার পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে রাজধানীতে এক বনার্ঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবার পর্যন্ত রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না : হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স): রাজীব কুমার মামলায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার পর্যন্ত রাজীব কুমারের গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশের আর্জি বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামীকাল শুক্রবার পর্যন্ত রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে রক্ষাকবচ দিয়েছেন বিচারপতি মধুমতী মিত্র।

বৃহস্পতিবার রাজীব মামলার শুনানিতে তাঁর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় আর্জি জানান, তাঁর মক্কেলের রক্ষাকবচের মেয়াদ সোমবার পর্যন্ত বাড়ানো হোক। কিন্তু বিচারপতি মধুমতী মিত্র তা খারিজ করে দিয়েছেন। বদলে একদিন বাড়ানো হয়েছে রাজীব কুমারের রক্ষাকবচ। শুক্রবার পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়েছেন বিচারপতি। এদিন এই নির্দেশ দিতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিচারপতি মধুমতী মিত্র। তিনি বলেন, 'বহুদিন ধরে এই মামলা চলছে। সব কিছুর একটা শেষ প্রয়োজন'। রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। সেই আবেদনের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। শুনানির সময় রাজীব কুমারের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মদন মিত্রের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না। সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল সাক্ষী হিসাবে। বিকেল সাড়ে ৪টেয় তাঁকে অভিযুক্ত হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। ওই ঘটনা যাতে আমার মক্কেলের সঙ্গেও না ঘটে তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি'।

মিলন মুখোপাধ্যায়ের ওই সওয়ালের পরে বিচারক সোমবার পর্যন্ত রাজীব কুমারের আইনি রক্ষাকবচ বজায় রাখার আবেদন খারিজ করে দেন। এর আগে দফায় দফায় রাজীব কুমারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২০ আগস্ট বিচারপতি ২৭ তারিখ পর্যন্ত রাজীব কুমার মামলার শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তবে সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজীবের রক্ষাকবচ বজায় থাকবে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। এদিন সেই মামলার শুনানিতেই বিচারপতির মন্তব্য শুনে আইনজ্ঞদের একাংশের ধারণা, আগামীকাল শুক্রবারই এই মামলার কোনও ফয়সালা হতে পারে। এর মধ্যেই আবার সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে রাজীব কুমারকে। তিনি সিআইডি আধিকারিকদের মারফত জানিয়েছেন, যেতে পারবেন না। কিন্তু সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, হাজিরা দিতেই হবে রাজীব কুমারকে। সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার পর চিট ফান্ড মামলায় রাজীব কুমার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সাময়িক রক্ষাকবচ পেয়েছেন। এর মধ্যেই গত ১৬ আগস্ট রাজীব কুমারকে ডেকে পাঠান সিবিআই আধিকারিকরা। কিন্তু সকালে সিআইডির দুই আধিকারিক রাজীব কুমারের দূত হয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে যান। চিঠি দিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের রাজীব বলেন, ১৯ তারিখ মামলার শুনানি রয়েছে। সেখানে আদালত কী বলে সেটা দেখেই তিনি হাজিরা দেবেন। কিন্তু সিবিআই আধিকারিকরা ওই দুই দূতকে স্পষ্ট বলে দেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এজেন্সি যখন ডাকবে তখনই রাজীব কুমারকে হাজিরা দিতে হবে। এ ব্যাপারে অনড় থাকে সিবিআই। অবস্থান বদল করেন রাজীব কুমার। দুপুরে সিবিআই দফতরে পৌঁছন কলকাতা ও বিধাননগরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। তাঁকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জেরা করেন গোয়েন্দারা।

সেই ৩ ফেব্রুয়ারি লাউডন স্ট্রিটের বাংলোয় সিবিআই হানার পর থেকে রাজীব কুমারকে নিয়ে টানাপড়েন চলছে। মাঝে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই তৃতীয় জায়গা হিসেবে টানা পাঁচদিন শিলং-এ জেরা করা হয় চিটফান্ড তদন্তের জন্য গঠিত রাজ্য সরকারের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের প্রধানকে।

তৃণমূল সাংসদদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার আগে লোকসভার স্পিকারের অনুমতি চাইল সিবিআহ

নয়াদিল্লি-কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স): নারদ কান্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার আগে লোকসভার স্পিকারের ওম বিড়লার থেকে অনুমতি চাইল সিবিআই। তৃণমূল কংগ্রেসের চার সাংসদকে দেখা গিয়েছিল নারদ স্টিং অপারেশনে টাকা নিতে। সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরূপা পোদ্দারের ছবি সামনে এসেছিল। শুধু সাংসদ নয়, রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকেও দেখা গিয়েছিল ওই ফুটেজে। জানা গেছে , তাঁদের ক্ষেত্রে চার্জশিটের প্রক্রিয়া শুরুর জন্য বিধানসভার স্পিকারের থেকেও অনুমতি চাইবে সিবিআই।

২০১৪ সালে গোপন ক্যামেরা নিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশন চালিয়েছিলেন সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে আগেই এই ফুটেজ ফাঁস হয়ে যায়। হই হই পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। সে সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আগে জানলে এদের টিকিট দিতাম না'। সেই ভোটে যাঁরা তৃণমূলের হয়ে লড়াই করছিলেন, তাঁদের মধ্যে শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গিয়েছিল ওই ফুটেজে। যদিও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'পার্টির জন্য চাঁদা নেওয়া হয়েছে। কোনও ঘুষ নেওয়া হয়নি'।

ওই ফুটেজে দেখা গিয়েছিল মুকুল রায়কেও। পরে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এখন শোভন চট্টয়াপধ্যায়ও বিজেপিতে। এর মধ্যেই শোভন, অপরূপা সহ নারদ ফুটেজে থাকা ১১ অভিযুক্তকে ভয়েস স্যাম্পলের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই। পর্যবেক্ষকদের মতে, স্পিকারের কাছে সিবিআইয়ের অনুমতি চাওয়ার অর্থ একটাই। তথ্য-প্রমাণ, সাক্ষী, সাবুদ সব জোগাড় হয়ে গিয়েছে। এবার চার্জশিট দেওয়াটাই শুধু বাকি।

গুয়াহাটিতে ঠগবাজ 'ওলা' চালকের খপ্পরে যাত্রী, থানায় এফআইআর

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সাতসকালে গুয়াহাটিতে এক 'ওলা' চালকের খপ্পরে পড়ে লুণ্ঠিত হয়েছেন জনৈক যাত্রী। নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আগে মাঝপথে যাত্রীকে নামিয়ে তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে সংশ্লিষ্ট 'ওলা' চালকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছেন ভুক্তভোগী যুব-যাত্রী।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, উজান অসমের লখিমপুর থেকে ট্রেনে চড়ে গুয়াহাটিতে দাদুর বাড়ি আসছিলেন জনৈক যুবক। যথারীতি সকালে কামাখ্যা স্টেশনে তাঁর ট্রেন আসে। তিনি তাঁর মোবাইল অ্যাপ-যোগে গুয়াহাটি মহানগরের লখিমিনগরে দাদুর বাড়ি যাওয়ার জন্য অনলাইনে বুক করেন এএস ০১ জিসি ১০৫৭ নম্বরের একট 'ওলা'ভুক্ত ট্যাক্সি। যাত্রীকে নিয়ে ছুটে চলে ওলা। কিন্তু মাঝপথে এসে চালকের মোবাইল অফলাইন (ইন্টারনেট পরিষেবার বাইরে) হয়ে যায়। এই অজুহাতে সে যাত্রীকে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে ভাড়া বাবদ নগদ দু হাজার দাবি করে বসে চালক। আজব আবদার শুনে হতভম্ব হয়ে যান যুব-যাত্রীটি। বিষয়টি নিয়ে দুজনের বচসা বেঁধে যায়। অগত্যা উপায়ান্তর হয়ে ওলা চালকের হাতে নগদ নিয়ে যায় ২, ০০০ টাকা দিয়ে রেহাই পান যাত্রী। টাকা হাতে নিয়ে দুরন্ত গতিতে গাড়ি

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার ভূমি অধিকার সুরক্ষা কমিটির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নারদকাণ্ডে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে ১১ জন অভিযুক্তকে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : নারদকাণ্ডে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে কাকলি, শোভন, সুব্রত সহ ১১ জন অভিযুক্তকে তলব করল সিবিআই। আগামী সপ্তাহে অভিযুক্তদের আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই। শনিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার নিজাম প্যালেসে অভিযুক্তদের তলব করেছে সিবিআই।

জানা গেছে, অভিযুক্তদের ভয়েস টেস্ট বা কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখা হবে। নারদ কাণ্ডের স্টিং অপারেশনের কণ্ঠস্বর নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি স্টিং অপারেশনের কণ্ঠস্বর অভিযুক্তদেরই কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। এর আগেও ২ জনের ভয়েস স্যাম্পল নেওয়া হয় সিবিআইয়ের তরফ থেকে। জেরা করা হয় ম্যাথু স্যামুয়েল ও কেডি সিংকে। কার নির্দেশে তৈরি নারদ স্টিং অপারেশন শুরু হয়েছিল । কে তৈরি করেছিলেন ওই ভিডিও ? নারদ স্টিং অপারেশনের উৎস সন্ধানে নেমেছে সিবিআই । নারদ স্টিং নিয়ে ধোঁয়াশা গুলো কাটাতে গতকালই দিল্লিতে কেডি সিং ও ম্যাথু স্যামুয়েলকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলে জেরা পর্ব ।

তবে এবার নোটিশ দেওয়া ১১ জনের তালিকায় উল্লেখযোগ্য ভাবে নাম নেই বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। তাঁর নাম বাদ দিয়েই প্রত্যেকের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই তালিকায় নাম রয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করবে সিবিআই। প্রয়োজনে ম্যাথু স্যামুয়েলের সামনে বসিয়েও জেরা করা হতে পারে বলে খবর।

এর আগে নারদাকাণ্ডে লুকনো ক্যামেরার সংশয় কাটাতে গতকাল ২৮ আগাস্ট মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয় ম্যাথু স্যামুয়েল, কেডি সিং ও দিল্লির এক ব্যবসায়ীকে। সেই জেরায় উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ম্যাথু দাবি করেন, অভিষেকের ওপর স্টিং অপারেশন করার কথা বলেছিলেন কেডি সিং। সেই জন্য তিনি তাঁর কাছ থেকে টাকাও পেয়েছিলেন। এই সংক্রান্ত তাঁকে পাঠানো কেডি সিংয়ের একটি মেসেজ তদন্তকারীদের দেখান ম্যাথু। প্রথমে কেডি সিং অস্বীকার করলেও, মেসেজ দেখানোর পর চুপ করে যান। তবে তদন্তকারীদের কাছে তিনি দাবি করেন, এই সংক্রান্ত কোনও মেসেজ তিনি ম্যাথুকে পাঠিয়েছিলেন বলে মনে করতে পারছেন না। শুধু অভিষেকই নয়, এই স্টিং অপারেশন যাঁদের যাঁদের ওপর হয়েছে, তা সবই কেডি সিংয়ের অঙ্গুলি হেলনেই হয়েছে বলে দাবি করেন ম্যাথু সাম্যুয়েল। নারদাকাণ্ডে মঙ্গলবারই বিজেপিনেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে সিবিআই। আগামী ৩১ আগস্ট সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সার্দান অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যান। তখনই তাঁকে নোটিশ দিয়ে আসেন তাঁরা। বিজেপিতে যোগদানের পর এই প্রথম তাঁকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই। সম্প্রতি ম্যাথু স্যামুয়েলের গোপন ক্যামেরার সূত্রে ধরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। সেগুলি নিয়েই প্রশ্ন করা হতে পারে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। এর আগে নারদাকাণ্ডে ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

নারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী সোমবার অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে হাজিরার নোটিশ পাঠিলেছে সিবিআই। বুধবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের একটি দল, আরামবাগে সাংসদের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে সাংসদের হাতে হাজিরা নোটিশও দেন। সূত্রের খবর, ওই নোটিসে সেপ্টেম্বর মাসের দু'তারিখ সকাল এগারোটায় কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তবে, সিবিআইয়ের নোটিশ মেনে সাংসদ নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে যাবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন অপরূপা পোদ্দার।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে স্টিং অপারেশন চালান ম্যাথু।

সেই ফুটেজ গত বিধানসভা ভোটের আগে প্রকাশ করা হয়। ফুটেজে অপরূপাকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। তিনি তিন লাখ টাকা ঘুষ নেন বলে দাবি করেন ম্যাথু। বিনিময়ে নারদ কর্তাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই যে মামলা রুজু করে তাতে অভিযুক্তদের তালিকায় ১৩ নম্বরে অপরূপার নাম উল্লেখ করা হয়। কারণ ১২ জন অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধি হিসেবে 'ঘুষ' নিয়েছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু অপরূপা যখন টাকা নিয়েছিলেন তখন তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। পরবর্তীতে ২০১৪ লোকসভা ভোটে জিতে সংসদ হন। এর আগে অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে গিয়ে তার বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই। কিন্তু এখনও তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি বলে সিবিআই সূত্রটি জানিয়েছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁকে তলব করা হয়েছে ।

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে কংগ্রেসের এক ধিক্কাল মিছিল আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পাথারকান্দির দোহালিয়ায় ম্যাজিকের ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই স্কুল ছাত্র

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : বেপরোয়া এক টাটা ম্যাজিক মডেলের মিনি ট্রাকের ধাক্কায় দুই স্কুল ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। রক্তাক্ত ছাত্রদের পাথারকান্দি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার বেলা দুটো নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার দোহালিয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সভাপতি দীপঙ্কর দে জানান, আজ বেলা দুটো নাগাদ স্কুল ছুটির পর একটি বাইসাইকেল চড়ে বাড়ি ফিরছিল দোহালিয়া তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা মানিক নাথের ছেলে কৃষ্ণ নাথ ও বাবুল নাথের ছেলে প্রশান্ত নাথ। তারা উভয়েই দোহালিয়া এক্সটেনডেট হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। দোহালিয়া-আনিপুর সড়কের ফরেস্ট পার্কের কাছে আসার পর বিপরীত দিক থেকে একটি বেপরোয়া ম্যাজিক মিনি ট্রাক তাদের সাইকেলে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় চোটে দুজনে সড়কে পড়ে গিয়ে আহত হয়।

ইত্যবসরে অকুস্থল হয়ে যাচ্ছিলেন স্কুলের দুই শিক্ষক। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে পাথারকান্দি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেফার করেন পাথারকান্দি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার।

এদিকে ঘটনার পর পাথারকান্দি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে ম্যাজিককে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। তবে তার চালক গা ঢাকা দিয়ে সক্ষম হয়েছে

লাদাখে পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে মরিয়া কেন্দ্র

লাদাখ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : লাদাখে পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অনুযায়ী এবার লাদাখে গড়ে তোলা হবে পর্যটন বিষয়ক পৃথক দফতর। বিশ্ব পর্যটন দিবসে এই দফতরের উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। এই উদ্যোগের ফলে রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান দুইটো লাদাখে বৃদ্ধি পাবে।

এদিন প্রহ্লাদ যোশী বলেন, বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ বহু বছর ধরে লাদাখবাসী করে এসেছে। এবার শীঘ্রই লাদাখবাসী পর্যটনের জন্য পৃথক দফতর পেতে পাবে। পর্যটন দফতর এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রেখে এগিয়ে চলেছে। আগামীদিনে লাদাখ অঞ্চলকে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য আরও একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ৩ থেকে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পর্যটন দফতরের কার্যালয়কে লেহতে স্থানান্তরিত করা হবে। বিদেশি পর্যটকেরা যাতে লাদাখে আসতে পারে সেই জন্য গাইডদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, শীঘ্রই উপত্যকায় শান্ত হবে। সুন্দর জম্মু ও কাশ্মীরকে গোটা বিশ্বের মাঝে তুলে ধরতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু কাশ্মীরের সৌন্দর্য নিয়ে বললে হবে না আরও বেশি কাজ করতে হবে।

ফিটনেস শুধুমাত্র শব্দ নয়, সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবনের শর্ত : জাতীয় ক্রীড়া দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ফিটনেস শুধুমাত্র শব্দ নয়, সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবনেরও শর্তউ জাতীয় ক্রীড়া দিবসে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিটনেস মন্ত্র হল-'বডি ফিট তো মাইন্ডও ফিট', তাই ফিটনেসকেই জীবনের মন্ত্র করতে হবেউ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রীউ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই দিনেই দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ মেজর ধ্যানচাঁদ জন্মগ্রহণ করেছিলেনউ নিজের ফিটনেস, মনোবল এবং হকি স্টিক দিয়ে বিশ্বকে অবাক করেছিলেন তিনিউ' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'স্বচ্ছ ব্যক্তি, স্বচ্ছ পরিবার এবং স্বচ্ছ সমাজ, এটাই নতুন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারতে উন্নীত করার পথ সুগম করবেউ'

'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর জন্য ক্রীড়া মন্ত্রককেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীউ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিগত পাঁচ বছরে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং আজ আমাদের তরুণ ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানানোর দিন, যাঁরা প্রতিনিয়ত বিশ্ব মঞ্চে তেরঙ্গার গৌরব বাড়াচ্ছেনউ বাডমিন্টন, টেনিস, অ্যাথলেটিকস, বক্সিং, কুস্তি অথবা অন্যান্য খেলা হোক, আমাদের ক্রীড়াবিদরা আমাদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্খাকে নতুন ডানা প্রদান করছেনউ'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'ফিটনেসের সঙ্গে খেলাধুলার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছেউ কিন্তু, আজ শুরু হওয়া ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের প্রসার খেলাধুলারও বাইরেউ ফিটনেস শুধুমাত্র কোনও শব্দ নয়, স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয় শর্তউ' উদাহরণ ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কয়েক দশক আগে পর্যন্ত একজন সাধারণ মানুষ দিনে ৮-১০ কিলোমিটার হাঁটতেনউ ধীরে ধীরে প্রযুক্তিতে বদল আসে, মানুষের হাঁটাচলাও হ্রাস পায়উ এখন এমন পরিস্থিতি যে, প্রযুক্তির জন্য আমরা কম হাঁটছি, ওই একই প্রযুক্তি আমাদের এখন গুনে গুনে জানাচ্ছে আজ আপনি এতটা পথ হেঁটেছেনউ ফিটনেস আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল কিন্তু সমাজে এখন তা নিয়েই উদাসীনতা দেখা দিয়েছেউ'

প্রধানমন্ত্রীর আগে ক্রীড়া মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর রূপরেখা উপস্থাপন করে বলেছেন, আমরা সবাই একত্রে ফিট ইন্ডিয়া অভিযানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবউ কিরেণ রিজিজু বলেছেন, আজ গোটা দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই অভিযানের সঙ্গে হৃদয় ও উতাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে চাইউ তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর 'দেশকে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল' করার স্বপ্ন পূরণ হবেউ এ জন্য প্রতিটি ভারতীয়কে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

ছয়ের পাতায়

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে ভূস্বর্গ, জম্মু রিজিওনের পাঁচটি জেলায় চালু মোবাইল ফোন পরিষেবা

জম্মু, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ধীরে ধীরে হলেও, স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জম্মু ও কাশ্মীর। কারফিউ উঠে গিয়ে স্কুল-কলেজ খোলার পর এ বার জম্মু রিজিওনের পাঁচটি জেলায় চালু হল মোবাইল ফোন পরিষেবা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু রিজিওনের পাঁচটি জেলা, যথাক্রমে-ডোডা, কিশত্বর, রামবান, রাজৌরি এবং পুঞ্চ-এ চালু হয়েছে মোবাইল ফোন পরিষেবা।

৩৭০ ধারা রদের প্রাক-মুহূর্তে, গত ৫ আগস্ট থেকে নিরাপত্তার কারণে গোটা জম্মু ও কাশ্মীরে টেলিফোন ও সব রকমের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় মোবাইলে ইন্টারনেট পরিষেবা শুরু হয়েছে। এবার জম্মু রিজিওনের পাঁচটি জেলায় চালু হল মোবাইল ফোন পরিষেবা। মোবাইল ফোন পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জম্মুর মানুষজন।

৬.১ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান, সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই

টোকিও, ২৯ আগস্ট (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে রাশিয়াতেও। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.১। শক্তিশালী ভূকম্পন সত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সুনামিরও কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জনিয়েছে, ভারতের সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৫.১৬ মিনিট নাগাদ (জাপানের সময় অনুযায়ী সকাল ৮.৪৬) ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের হোক্কাইড অঞ্চলে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৪১.১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৪২.৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।

জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৪৬ মিনিট নাগাদ ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের প্রধান হনসু দ্বীপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, আওমোরি অঞ্চলের পূর্ব উপকূলে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্বেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি। জাপান ছাড়াও মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে রাশিয়াতেও।

তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় অগ্নিকাণ্ড, যাত্রীরা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): সাতসকালে আগুন-আতঙ্ক তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসেঊ বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার আসোতি এবং বল্লবগড়ের মাঝে হায়দরাবাদ-নয়াদিল্লি (তেলেঙ্গালা এক্সপ্রেস) এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় ভয়াবহ আগুন লাগেঊ সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ ওই দু'টি কামরায় প্রত্যেকটি যাত্রীকে নিরাপদেই উদ্ধার করা হয়েছেঊ উত্তর রেলের মুখপাত্র দীপক কুমার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৪৩ মিনিট নাগাদ আসোতি স্টেশনের কাছে তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় ভয়াবহ আগুন লাগেঊ আগুনের লেলিহান শিখায় দু'টি কামরাই পুড়ে গিয়েছেঊ তবে, যাত্রীরা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেনঊ

উত্তর রেলের মুখপাত্র দীপক কুমার আরও জানিয়েছেন, 'সকাল তখন ৭.৪৩ মিনিট হবে, আসোতি এবং বল্লবগড়ের মাঝে তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসের চাকা থেকে (তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসের পিছন থেকে নবম কামরা) ধোঁয়া এবং আগুন বেরোতে থাকেঊ ততণাততেলেঙ্গানা এক্সপ্রেসকে ওই স্থানে থামিয়ে দেওয়া হয়ঊ নিরাপদে উদ্ধার করা হয় সমস্ত যাত্রীদেরঊ এরইমধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ওই দু'টি কামরায়ঊ আগুনের লেলিহান শিখায় দু'টি কামরাই পুড়ে গিয়েছেঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ এই ঘটনার জেরে ওই শাখায় আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কচ্ছের রণ দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পাক প্রশিক্ষিত কম্যান্ডো অথবা সন্ত্রাসবাদীরা, গুজরাটে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছেঊ ভারতকে চাপে রাখতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে ইমরান খান সরকারঊ এবার পাকিস্তানের নতুন ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এল! গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে গুজরাটের কচ্ছের রণ অথবা স্যার ক্রীক এলাকা থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকতে পারে পাকিস্তান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসএসজি কম্যান্ডো অথবা সন্ত্রাসবাদীরাঊ ইতিমধ্যেই ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী-সহ সমস্ত সুরক্ষা বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছেঊ

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, গুজরাতের কচ্ছের রণ অথবা স্যার ক্রীক এলাকা থেকে জলপথে পাকিস্তান প্রশিক্ষিত এসএসজি কম্যান্ডো অথবা জঙ্গিরা ভারতে ঢুকতে পারেঊ গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পাওয়ার পরই গুজরাটের সমস্ত বন্দরে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছেঊ সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রস্তুত থাকতে এবং ২৪ ঘন্টা কড়া নজরদারি রাখতে হবেঊ স্পর্শকাতর এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছেঊ সঙ্গে চলছে পেট্রলিং

ফালাকাটায় হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি বাড়ি

রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের উত্তর দেওগাঁও গ্রামে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল দু'টি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাতে।খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে বনদফতরের কর্মীরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ সংলগ্ন মাদারিহাট রেঞ্জের খয়েরবাড়ি বনাঞ্চল থেকে কয়েকটি হাতি গ্রামে ঢুকে পড়ে। এরপর উত্তর দেওগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালায় তারা। হাতির হানায় ভেঙে যায় নীলকুমার রায় ও প্রকাশ রায়ের বাড়ি। বনদফতরের মাদারিহাট রেঞ্জ সূত্রে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বেলেঘাটায় বিক্রয়কর অফিসের লিফট ছিঁড়ে বিপত্তি! গুরুতর আহত চারজন আধিকারিক

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): বেলেঘাটায় বিক্রয়কর অফিসের দ্বিতীয় বিল্ডিংয়ের লিফট ছিঁড়ে বিপত্তি! দোতলা থেকে লিফট ছিঁড়ে পড়ায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিক্রয়কর বিভাগের চারজন আধিকারিকঊ তাঁরা হলেন-বিক্রয়কর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার তাপস সরকার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মানু দাস, দেবাশিস দত্ত ও সুব্রত রায় চৌধুরীঊ চারজনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

বৃহস্পতিবার সকাল ১০.২৫ মিনিট নাগাদ বেলেঘাটা বিক্রয়কর অফিসের দ্বিতীয় বিল্ডিংয়ের লিফটে ওঠেন ওই চারজন আধিকারিকঊ লিফটটি দোতলা পর্যন্ত গিয়ে আচমকাই আটকে যায়, এরপরই নীচে ছিঁড়ে পড়েঊ তড়িঘড়ি ওই চারজন আধিকারিককে উদ্ধার করে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ আপাতত তাঁরা হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ এই ঘটনার পরই বিক্রয়কর অফিসের লিফটগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কর্মীরাঊ কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে লিফটগুলির মেরামত করা হয়নিঊ মাঝেমধ্যেই লিফটগুলি আটকে যায়ঊ

বিক্রয়কর বিভাগের বিল্ডিংগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন স্পেশ্যাল কমিশনার সুব্রত চৌধুরীঊ এদিন লিফট ভেঙে পড়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি বিল্ডিংয়ে ঢোকেনঊ সেই সময় তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরাঊ কী কারণে ছিঁড়ে পড়ল লিফট, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, পুঞ্চের মেন্ধর সেক্টরে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব ভারতীয় সেনার

জম্মু, ২৯ আগস্ট (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে পুনরায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে গুলিবর্ষণ করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাক সেনাবাহিনীঊ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কড়া প্রত্যাঘাত করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীওঊ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনা ছাউনি ও সীমান্ত বরাবর গ্রাম লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাক সেনাবাহিনীঊ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই চলতে থাকেঊ তবে, ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

নবজাতক-প্রসূতিরা

আটের পাতার পর

প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন।

হাসপাতালের চিকিতক ডা: রাজীব প্রসাদ জানিয়েছেন, মা ও শিশুদের সুস্থভাবেই নিচে নামানো সম্ভব হয়েছেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই হাসপাতালে যান জেলাশাসক কৌশিক সাহা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল প্রমুখঊ জেলাশাসক জানিয়েছেন, 'এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননিঊ কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবেঊ' দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

থানায় এফআইআর

পাচের পাতার পর

নিয়ে চলে যায় চালক।

ইত্যবসরে ঘটনাটি ফোন করে দাদুর বাড়িতে জানান লুণ্ঠিত যুবক। জানা গেছে, যাত্রীর মোবাইলে ওলা-র বুকিঙের ইতিহাস অনুযায়ী থানায় এফআইআর করেছেন ভুক্তভোগী। এফআইআর-এর ভিত্তিতে ঘটনা সম্পর্কে এক মামলা রুজু করে অভিযুক্ত ওলা চালকের সন্ধানে নেমেছে পুলিশ।

বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ফিটনেসের উপকারিতা সম্পর্কিত ভিডিও দেখানো হয়ঊ যার মধ্যে কাবাডি, দাবা, খো-খো, কুস্তি, গিলি-ডান্ডা, তীরন্দাজ, ক্রিকেট, জুডো, টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও নৃত্যের উপকারিতা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়ঊ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডা: রমেশ পোখরিয়াল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষ বর্ধন-সহ ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জোরদার গোয়ায়

তিনের পাতার পর

সন্দেহজনক কোনও কিছু দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা পুলিশকে জানাতে হবে। ২রা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। প্রায় ১০ দিন ধরে এই উৎসব চলবে। গোটা দেশের সঙ্গে এই উৎসবে মাততে প্রস্তুত হবে প্রশাসন।

ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অনায়াসে জিতলেন নাদাল

নিউইয়র্ক, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : জন মিলমেনকে হেলায় হারিয়ে দিয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন রাফাল নাদাল।

মঙ্গলবার আমেরিকার নিয়ইয়র্কে ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জন মিলমেনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভাবে খেলতে শুরু করেল স্প্যানিশ তারকা নাদাল। প্রথম সেটে নাদালের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র তিনটি গেমেই জিততে সমর্থ হন মিলমেন। প্রথম সেট ৬-৩ জিতে যান নাদাল। প্রথম সেটের মতো দ্বিতীয় সেটেও আক্রমণাত্মক ভাবে খেলে যান নাদাল। অস্ট্রেলীয় টেনিস তারকা মিলমেনকে কোনও ফোরহ্যান্ড এবং বেকহ্যান্ড মারার কোনও সুযোগই নাদাল দেননি। ফলে ৬-২তে দ্বিতীয় সেট জেতেন নাদাল। একই ধারা বজায় থাকে তৃতীয় সেটেও। মাত্র তিন সেট খেলেই ম্যাচ নিজের পকেটে করেন নেন ক্লে কোর্টের রাজা নাদাল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের ইউএস ওপেনে রজার ফেডেরাকে হারিয়ে গোটা টেনিস দুনিয়ায় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন মিলমেন।

প্রথম রাউন্ডে জেতার বিষয়ে বলতে গিয়ে নাদাল বলেন, জিতে ভাল লাগছে। আরও বেশি ভাল লাগছে নিউইউর্কে ফিরে এসে। প্রতিবার শুরুটা কিছুটা হলেও নতুনের মতো হয়। ফলে শুরুটা একটু কঠিন হয়। সার্ভ ভাল হলেও আজ বেকহ্যান্ড ভাল হয়নি। এদিনের খেলায় ছয়টি "এস" মারের নাদাল।

গণপিটুনির নামে নিরীহ মহিলাদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে : মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : গণপিটুনি রোধে কড়া আইন প্রণয়নের পক্ষে সওয়াল করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। গণপিটুনির নামে নিরীহ মহিলাদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার সকালে টুইট করে মায়াবতী লিখেছেন, উত্তরপ্রদেশে গণপিটুনি নতুন পন্থা ধারণ করেছে। এখন নিরীহ মহিলাদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে। শিশু চোর সন্দেহে মহিলাদের পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে। ফলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি রাজ্যের লোনিতে শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে যে মহিলাটি শিশু চোর নয়। নিজের নাতিকে নিয়ে বাজার করতে এসেছিল ওই মহিলা। একটি ভুয়ো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার কারণেই স্থানীয়রা ভুল বুঝে এই হামলা চালিয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। একই ঘটনা ঘটেছে শামলীতে সেখানে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে আসা পাঁচ মহিলাকে শিশু চোর সন্দেহে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয়রা।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ব্যাঙ্কশাল আদালতে সাজা ঘোষণা

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আজ বুধবার খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে সাজা ঘোষণা।কলকাতা নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সিদ্ধার্থ কাঞ্জিলাল সাজা ঘোষণা করবেন। কঠোর নিরাপত্তায় এদিন ৩১ জন অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হয়। যার মধ্যে দুই মহিলা সহ ১৯ জন অভিযুক্ত তাদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। আজ সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা করতে পারেন নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। সে বছর ওইদিন দুর্গাপুজোর অষ্টমী ছিল। পুজোর সময় রাজ্যে বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। বিস্ফোরণে ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। মৃতরা হলেন সাকিল আহমেদ ও শোভন মণ্ডল। সেসময় ৫৫টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস, আরডিএক্স, সিম কার্ড উদ্ধার করেছিল পুলিশ। বিস্ফোরণের ঘটনার পরই পুলিশ ও দমকলে খবর দেন প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা। এবছরের জুন মাসে বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণের কাণ্ডের মূল পাণ্ডা হাবিবুর রহমান শেখকে দক্ষিন ভারতের রাজ্য কর্ণাটকের রাজধানী শহর বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে এই ধৃত হাবিবুরের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। তাকে পাকড়াও করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয়েছিল এনআইএ-র পক্ষ থেকে।

রহস্য

● প্রথম পাতার পর

নির্মল। মেয়ের পরিবার তা দিতে অসমর্থ হয়।

তারপরে সোমা কোল আলো করে একটি কন্যাসন্তান। তারপর গত দের বছর আগে সোমার আরেকটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই কন্যা সন্তানের জন্মের পর পারিবারিক কলহ আরো বেড়ে যায়। প্রতিনিয়ত তার ওপর নির্যাতন চলত বলে মেয়ের পরিবারের অভিযোগ। বুধভার তাদেরকে সঠিক কোন কিছু জানানো হয়নি তাছাড়া তার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তা দেখে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। মৃতের ভাই সঞ্জয় দাস ধর্মনগর মহিলা থানায় বুধবার রাতে মামলা করেন। ধর্মনগর মহিলা থানা এফ আই আর রেজিস্টার করে। কেইস নাম্বার ২৮/১৯ ধারা ৪৯৮এ/৩০৬/৩৪ আইপিসি। অপরদিকে সোমা দাসের স্বামী নির্মল দাস তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে দাবি করেন। তবে মেয়ের পরিবার যে অভিযোগগুলো করছে তাতে সন্দেহের তির ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষ করে মৃতের শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ সঠিত তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। সঠিক বিচারের আশায় আছে মেয়ের পরিবার।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বলে জানিয়েছে পানিসাগর থানার পুলিশ। পানিসগর থানার পুলিশ ধৃত হুসেন আলিকে জিগাসাবাদ চালাচ্ছে। মাদক চোরাচালান চক্রের সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেড়িয়ে আসতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিকে, নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড়সর সাফল্য পেল আমবাসা থানার পুলিশ । গাপন সূত্রের খবর পেয়ে আমবাসা বাজারের চান্দ্রাই পাড়া স্কুল সংলগ্ন বিপিন পাল সেতুর সামনে একটি নম্বর বিহীন গাড়ী তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে । থানার পুলিশ আধিকারীক আশিষ দাস গুপ্ত জানান ধর্মনগর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে গাড়ি টি আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে মোট প্রায় পনেরোশো বোতল এস কাফ সিরাপ উদ্ধার হয় । সেই সাথে গাড়ি চালক প্রদীপ কুমার রায়কে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায় ।

আইজিএমে

● প্রথম পাতার পর

গেছে গত ২৫ আগস্ট প্রসব ব্যাদনা নিয়ে আই জি এম —এ ভর্তি হন ভট্টপুকুরের নবমিতা চৌধুরী। সেদিন সিজার হয় তার। জন্মের পরেই সদ্যজাতের অবস্থার অবনতি ঘটলে আই সি ইউ তে স্থানান্তর করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর শিশুটির অবস্থার উন্নতি ঘটলে পুনরায় আই সি ইউ থেকে মায়ের কাছে আনা হয়। শিশুটিকে দেখভালের জন্য একজন স্পেশাল নার্স রাখে পরিবার। অভিযোগ সেই শিশুটির অবস্থার অবনতি ঘটে বুধবার রাতে। অথচ স্পেশাল নার্স শিশুটিকে ঠিক ঠাক দেখেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে বৃহস্পতিবার ভোরে শিশুটির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় স্পেশাল নার্স ঝুমুর দেবের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করে পরিবার। শিশুটির পিতা অপু দেব এই ঘটনায় শুষ্ঠ বিচারের দাবি জানিয়েছে।

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংঘর্ষের জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। গত ২৭ আগস্ট ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার কামালঘাট এলাকায় অবস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করেছে ছাত্র সংগঠনটি। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘটনার নিন্দা জানান ছাত্র সংগঠনের ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বাপি দাস।

বাপির অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আগে থেকে এ-ধরনের ঘটনাবলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তা-হলে এত ভয়ংকর রূপ ধারণ করত না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা নাকি জানতে পেরেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এ-ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়মিত ঘটত। ছাত্রছাত্রীরা এ-সব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছেন একাধিকবার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিণতিতে এই ঘটনা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাবি জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমান দৃষ্টিতে দেখার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করার দাবি জানান বাপি দাস।

অপরদিকে , আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত এনএসইউআই-এর ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি সহ-সভাপতি সম্রাট রায় অভিযোগ করে বলেন, এখনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ভরসা পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা ত্রিপুরা ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ি চলে যাচ্ছেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আবার ফিরিয়ে এনে শিক্ষা সম্পূরণ করার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

পাশাপাশি সম্রাট রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারকেও দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, সরকারকে সঠিকভাবে নজরদারি চালাত, তা-হলে রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা কখনওই ঘটত না। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি তাঁদের নজরে আসলে গতকাল প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যান। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং দাবি জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এবং ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে এখানে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি একশো শতাংশ সুনিশ্চিত করতে।

চিনি মিলবে

● প্রথম পাতার পর

১৩ টাকা দরে দেওয়া হবে। ৯ লক্ষাধিক রেশনকার্ডধারী পরিবার এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। এছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসে কার্ড পিছু ১ কেজির পরিবর্তে ২ কেজি মসুর ডাল দেওয়া হবে। চিনিও অক্টোবর মাসের বরাদ্দ সহ কার্ড পিছু ২ কেজি করে দেওয়া হবে।

তাছাড়া জুলাই ও আগস্ট মাসের বরাদ্দকৃত চিনি চলতি মাসে দেওয়া হচ্ছে। জুলাই ও আগস্ট এই দুই মাসের চিনি ভোক্তারা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। মহারাষ্ট্র, বিহার ও আসামের বন্যার কারণে এতদিন চিনি সরবরাহ ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হয়। বর্তমানে সরকার তার সুরাহা করে ভোক্তাদের কাছে চিনি সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও অন্ত্যোদয় ও প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড ভোক্তারা কার্ড পিছু ৫০০ গ্রাম সুজি এবং এ পি এল সহ সকল শ্রেণির ভোক্তারা কার্ড পিছু ২ কেজি করে রেশনশপগুলিতে ত্রিপুরার উৎপাদিত চাপাতা বিক্রি করা হবে। ত্রিপুরেশ্বরী ব্র্যান্ডের গুণমানসম্পন্ন এই চাপাতা প্রতি ১০০ গ্রাম প্যাকেট ১৭ টাকা দরে পাওয়া যাবে। ভোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চাপাতা নিতে পারবেন। পরবর্তীতে সব মহকুমার রেশনশপগুলিতে এই চাপাতা সরবরাহ করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে সরকারের।

খাদ্য মন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের সময়কালের মধ্যে রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০, ৪০০ মেট্রিক টন ধান ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এই মরসুমে ১৬ হাজার মেট্রিক টনের অধিক ধঅন ক্রয় করা হয়েছে। আগামী খরিফ মরসুমে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে রাজ্যের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে বলে তিনি উল্লেক করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৮০ দিনের চাল মজুত রয়েছে। পেট্রোপণ্যের যোগান স্বাভাবিক।

রেলের টি এবং শিলচ থেকে ১৪টি করে ট্রাকের মাধ্যমে রাজ্যের গ্যাস এজেন্সীগুলে এলপিজি'র যোগান দেওয়া হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরেরর মধ্যেই বোধজংনগর বটলিং প্ল্যান্ট পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের মংলা বন্দর হয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে এল পিজি বুলেট রাজ্যের বিশালগড় প্ল্যান্টে পৌছবে।

সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ ২৫ বছর কেউ কংগ্রেস ভবন আক্রমণ করার সাহস পায়নি। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতা পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী দলের কার্যালয়ে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে। শাসকদল গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরতে চাইছে। কংগ্রেস দল এর মোকাবেলা করবে। জেলা কংগ্রেস শাসক দলের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে। ফলে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ও সাধারণের দৃষ্টি ঘোরাতে এ ধরনের কার্যকলাপ করছে শাসক দল। কংগ্রেস ভবন ভাঙচুরের ঘটনায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরাও প্রায় তিন ঘণ্টা সেন্ট্রাল রোড অবরোধ করে। কৈলাসহর থানার ওসি ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর সাথে কোন ধরনের কথা বলতে রাজি হয়নি জেলা নেতৃত্ব। পরবর্তী সময় উনকোটি জেলার পুলিশ সুপার লাকি চৌহান ঘটনাস্থলে পৌঁছলে উত্তেজিত কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরবর্তী সময় পুলিশ সুপারের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় জেলা নেতৃত্ব। রাস্তা অবরোধ শেষে বিশাল কর্মী সমর্থক নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব শহরের বুকে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। যদিও এই বিক্ষোভ মিছিলে কতিপয় উগ্র সমর্থকরা শহরের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কংগ্রেস ভবন ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনে জেলা নেতৃত্ব বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত কৈলাসহর থানার তিনটি ও ইরানি থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে গতকালের ঘটনায়। এবিভিপির পক্ষ থেকে লোকেশ নম ও তুষার দত্ত কৈলাসহর থানার ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দ্বিতীয় মামলাটি করে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আশীষ সেনগুপ্ত। জেলা কংগ্রেস ভবন ভাঙচুরের ঘটনায় ১৩ ডনেক নামে লিখিত অভিযোগ করেছে কৈলাসহর থানায় মামলা করা হয়। অপরদিকে তৃতীয় মামলাটি হয় এনএসইউআই সমর্থিত ছাত্র মোঃআব্দুল নূর এর পক্ষ থেকে। ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। চতুর্থ মামলাটি হয় ইরানি থানার শাসক দলের কাযালয়ে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে। মামলা করে স্থানীয় নেতৃত্ব কৈলাসহর ইরানি থানায়।

কলেজ চত্বর এএনএসইউআই ও এবিভিপির মধ্যে উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস জেলা কার্যালয় ভাঙচুর, শাসক দলের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এর ফলে কৈলাসহর মহকুমার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিঘ্নিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এর স্বাভাবিক পঠন-পাঠন।

দ্বিতীয় টেস্ট: পন্থ ও মায়াঙ্ক আগারওয়ালের ফর্মে চিন্তায় ভারত

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুয়াত দারুণভাবে করেছে ভারত। প্রথম ম্যাচেই বিশাল ব্যবধানে ভারত হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ৩১৮ রানের এই টেস্ট জয় বিদেশের মাটিতে ভারতের সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়। দ্বিতীয় তথা ফাইনাল টেস্টেও টিম কোহলির লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আরও একবার পযুর্দস্থ করে হোয়াইটওয়াশ সম্পন্ন করা। ক্রিকেট সমাজের নজরে আবার জামাইকা টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশ। তবে টিম ইন্ডিয়া সূত্রে খবর, দ্বিতীয় টেস্টে সম্ভবত কোনও পরিবর্তন ছাড়াই খেলতে নামবেন কোহলিরা।নজরে থাকছেন পন্থও। টেস্টে ঋদ্ধিমান সাহাকে সরিয়ে ঋষভ পন্থে আস্থা রেখেছিল ম্যানেজমেন্ট। তবে ব্যাট হাতে ভরসা জোগাতে পারেননি তিনি। দুই ইনিংসে তাঁর অবদান যথাক্রমে ২৪ ও ৭। ব্যাট হাতে সম্প্রতি একদমই ফর্মে নেই ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে যাকে ভাবা হচ্ছে সেই পন্থ। চলতি সফরে পন্থের রান যথাক্রমে ০, ৪, ৬৫ (নটআউট), ২০, ০, ২৪, ৭। তবে স্রেফ রানের কারণে নয়, পন্থে যে ভঙ্গিতে উইকেট ছুড়ে দিয়ে চলে আসছেন, তা মোটেই পছন্দ নয় ম্যানেজমেন্টের।রোহিত, ঋদ্ধিকে অপেক্ষা করার বার্তা গম্ভীরেরবুমরার স্পেল টেস্টে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা, বলছেন অরুণপন্থের পাশাপাশি ভারতের মাথাব্যথা বাড়িয়েছেন মায়াঙ্ক আগারওয়ালও। জাতীয় দলের জার্সিতে মাত্র ৩টে টেস্ট খেলেছেন মায়াঙ্ক। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই অল্প রানে আউট হয়ে গিয়েছেন মায়াঙ্ক। পন্থের মতো তিনিও ফের একবার সুযোগ পেতেন পারেন। ওপেনিং কিংবা উইকেটকিপার পজিশনে ভারতের সমস্যা থাকলেও, মিডল অর্ডার ভরসা জোগাচ্ছে ভারতকে। দীর্ঘ অফ ফর্ম কাটিয়ে রাহানে দুই ইনিংসে মারকাটারি ইনিংস খেলেছেন। হনুমা বিহারীও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেছেন। এর অর্থ রোহিত শর্মাকে টেস্টে আরও অপেক্ষা করতে হবে।বোলিংয়ে ইশান্ত শর্মা-জসপ্রীত বুমরা দুরন্ত ছন্দে বোলিং করেছেন। অ্যান্টিগাতে প্রথম ইনিংসে ইশান্ত এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরার স্পেলে উড়ে গিয়েছে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মহম্মদ শামি উইকেট না পেলেও কার্যকরী বোলিং করেছেন। অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজাও জাত চিনিয়েছেন।ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমস্যা আবার অন্যত্র। ব্যাটিয়ে তরুণ ক্রিকেটাররা একদমই ধারবাহিক নন। শেমরন হেটমায়ার এবং সাই হোপ বাদে কোনও ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানই অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। তবে বোলিংয়ে শ্যানন গ্যাব্রিয়েল এবং কেমার রোচ ওপেনিং স্পেলে যথেষ্ট আশা জুগিয়েছেন দলকে।পিচ: জামাইকার সাবাইনা পার্কের উইকেট শক্ত খটখটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্যতম কঠিন সারফেস জামাইকাতেই। স্লো বোলাররা সুবিধে পেতে পারেন এই পিচে। স্পিনারদেরও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় পিচ। স্লো পিচের বাউন্স ও স্পিডের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়তে পারেন বাটসম্যানরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ভারতীয় দলে নেই ধোনি

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আসন্ন টি-২০ সিরিজে ভারতীয় দলে নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি। জানা যাচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে জিতে আসা দলে পরিবর্তন চাইছেন না নির্বাচকরা। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী সপ্তাহেই দল নির্বাচনের জন্য বৈঠকে বসছেন নির্বাচকরা।বিশ্বকাপের পরে গত দেড় মাস মাঠের বাইরে ধোনি। এর মধ্যে ১৫ দিন ভারতীয় সেনা শিবিরে কাটিয়ে আসেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বর্তমানে চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে মার্কিন সফরে গিয়েছেন তিনি।ধোনির অবর্তমানে উইকেট আগলাচ্ছেন ঋষভ পন্থ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে াগ গোড়াই খেলে গেছেন তিনি। তাকেই ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে ভাবছেন নির্বাচকরা। আগামী ডিসেম্বরে ভারতের মাটিতে ৩ টি টি-২০ ম্যাচে খেলবে বাংলাদেশ। দলে ধোনি থাকবেন কি না, তা জানা যায়নি।

রোহিত, ঋদ্ধিকে অপেক্ষা করার বার্তা গম্ভীরের

টেস্টে হনুমা বিহারী এবং রাহানে নিজেদের নির্বাচনের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাই রোহিত শর্মাকে টেস্টের প্রথম একাদশে ঢুকতে হলে এখনও অপেক্ষা করতে হবে। এমনই মতামত ব্যক্ত করেছেন গৌতম গম্ভীর। সাম্প্রতিকালে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুর্ধর্ষ ফর্মে রয়েছেন রোহিত শর্মা। ব্যাট হাতে একচ্ছত্র শাসন চালিয়েছেন। বিশ্বকাপের দুরন্ত ফর্মের কারণেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে তিন ফর্ম্যাটেই রাখা হয়েছিল রোহিতকে। সীমিত ওভারে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবে অ্যান্টিগার প্রথম টেস্টে প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি সুপারস্টার ক্রিকেটার।জামাইকাতে দ্বিতীয় টেস্টেও যে তিনি জায়গা পাবেন না, তা বলাই বাহুল্য। রাহানের ফর্ম নিয়ে সংশয় ছিল। তিনি সেই সংশয় দূর করে দিয়েছেন দুই ইনিংসেই ব্যাটে রান করে। যাইহোক, গম্ভীর সংবাদসংস্থাকে রোহিতের বিষয়ে জানাতে গিয়ে বলেছেন, ''রোহিতকে সুযোগের জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে। রাহানে প্রথম টেস্টে ভাল খেলেছে। বিহারীও। তাই ওর এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সুযোগ পেয়েই ওকে পারফর্ম করে দেখাতে হবে।''বুমরার স্পেল ভারতীয় বোলারদের মধ্যে টেস্টে সেরা, বলছেন অরুণপ্রায় দু-বছর ব্যাটে রানের মুখ দেখেননি রাহানে। তবে অ্যান্টিগাতে দুই ইনিংসেই রাহানের ব্যাট থেকে বেরিয়েছেন ঝকঝকে ৮১ এবং ১০২। দু-বছরে এটাই তাঁর প্রথম শতরান। বিহারীও দুই ইনিংসে করেছেন যথাক্রমে ৩২ এবং ৯৩। ব্যাটে দুই তারকার দাপটে ভর করেই ভারত ৩১৮ রানের জয় পেয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে ৫৮ টেস্ট এবং ১৪৭টা ওয়ান ডে খেলা গম্ভীর বলছেন, ''রাহানের পারফরম্যান্সে মোটেও অবাক নই। তবে ব্যক্তিগত এবং দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই পারফরম্যান্স ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল। তারপরে এই পারফরম্যান্স দলের জয়ে সহায়ক হলে, তার থেকে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।''রোহিতের পাশাপাশি উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহাকেও অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ বাঁ হাতি তারকা ওপেনারের। ধোনি টেস্ট ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর পরে ঋদ্ধিমানই পাঁচ দিনের ক্রিকেটে অটোমেটিক চয়েস হয়ে উঠেছিলেন। তবে ঋষভ পন্থের উত্থানে টেস্টেও প্রথম একাদশ থেকে জায়গা হারিয়েছেন বাংলার তারকা উইকেটকিপার বাটসমান।গম্ভীর বলছেন, ''যখন পন্থের ব্যাটিং গড় ৪৮ (প্রকৃতপক্ষে ৪৫.৪৩), ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি করেছে, তখন ওর প্রথম একাদশে থাকা উচিত। ঋষভ দু-হাত দিয়ে নিজের সুযোগ কাজে লাগানোয় আপাতত ঋদ্ধিমানকে অপেক্ষা করতে হবে।'' যদিও গম্ভীরের সঙ্গে ভিন্নমত পোষন করছেন না সৈয়দ কিরমানি। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, ঋদ্ধিমানকেই টেস্টে খেলানো উচিত।

ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে ফেডেরার, জকোভিচ, সেরেনা

জমে উঠেছে ইউএস ওপেন। প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ ও সেরেনা উইলিয়ামস। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁদের পাবফবম্যান্স।বজাব ফেডেরারের জয়ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে বিশ্বের ৯৯তম বসনিয়া ও হারজেগোভিনা রিপাবলিকের ডামির জুমহুরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন রজার ফেডেরার। প্রথম সেট ৩-৬ গেমে হেরে যান সুইশ তারকা। তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সেট যথাক্রমে ৬-২, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে জিতে প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান রাজা রজার।তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জকোভিচকেন তিনি এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা, কাঁধে ব্যাথা নিয়ে আর্জেন্টিনার জুয়ান ইগনাসিও লোন্দেরোকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে প্রমাণ করলেন নোভাক জকোভিচ। বিশ্বের ৫৯ নম্বর টেনিস তারকাকে ৬-৪, ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে হারিয়ে ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন জোকা।সেরেনার জয়২৪ নম্বর গর্য়ান্ড স্লাম জয়ের লক্ষ্যে লড়ছেন সেরেনা উইলিয়ামস। দ্বিতীয় রাউন্ডে স্বদেশী ওয়াইল্ড কার্ড ক্যাথেরিন ম্যাকনেলির বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৫-৭ গেমে হেরেও ফিরে আসেন মার্কিন লেজেন্ড। পরের দুটি সেট ৬-৩, ৬-১ গেমে জেতেন সেরেনা।

জাতীয় স্পোর্টস দিবসে বৃদ্ধাশ্রমে সচিন

মুম্বই: হকির জাদুকর ধ্যান চাঁদের ১১৪তম জন্মদিনে ''ফিট ইন্ডিয়া'' মুভমেন্টের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর বৃহস্পতিবার জাতীয় স্পোর্টস দিবসে বান্দ্রায় বৃদ্ধাশ্রমে সময় কাটালেন সচিন তেন্ডুলকর। সেখানে মহিলাদের সঙ্গে ক্যারামও খেলেন ক্রিকেটঈশ্বর। ৪৫ সেকেন্ডের সেই ভিডিও নিজের টুইটারে আপলোড করেন সচিন।ভিডিও আপলোড করে টুইটারে সচিন লেখেন, ''সেন্ট অ্যান্থনি ওল্ড এজ হোমে বিস্ময় মহিলাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে দারুণ লাগল। ক্যারাম বোর্ডে ওনাদের উতসাহ দেখে আমি অভিভূত।

'' ভিডিওতে বৃদ্ধাশ্রমে মহিলাদের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে দেখা গিয়েছে লিটল মাস্টারকে। শুধু তাই নয়, ভালো শট খেলায় হাততালিও দেন সচিন।পাশাপাশি জাতীয় স্পোর্টস দিবসকে মোদীর ''ফিট ইন্ডিয়া'' মুভমেন্টের সূচনার প্রশংসা করেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। এদিন সকালে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ''ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের'' সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর সঙ্গে হিসেবে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল।অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী জানান, খেলাধুলার সঙ্গে আমাদের শারীরিক ক্ষমতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু আজকের ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে খেলাধুলো, যা মনের বিকাশেও সমান ভূমিকা নেয়।বর্তমানে টেকনোলজির অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রভাব শারীরিক ক্ষমতার উপরেও পড়েছে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষজন খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকত এবং তাদের জীবন যাত্রাও ছিল আজকের থেকে অনেক সহজ।মোদী আরও জানান, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি এসে আমাদের জীবন পালটে দিয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষ হাঁটা বা সাইকেল চালানো প্রায় ভুলেই গিয়েছে। শুধুমাত্র ডায়েট বা ফিটনেস অ্যাপের সাহায্য নিলেই শরীর সুস্থ থাকবে না। তার জন্য শরীরকেও কিছুটা সময় দিতে হবে। বর্তমানে জাতীয় উন্নতির পথে শারীরিক ক্ষমতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''ফিটনেস আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ফিটনেস বিষয়গুলি পালটে গিয়েছে। আগে একজন সাধারণ মানুষ দিনে ৮-১০ কিমি সাইকেলিং করত বা দৌড়তো। কিন্তু এখন সেটা দেখা যায় না।''

দ্বতীয় টেস্টে মুরলীধরনের কীর্তি ছুঁয়ে ফেলতে পারেন অশ্বিন

কিংস্টনের সাবিনা পার্কে রেকর্ডের সামনে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচে চার জোড়া উইকেট তুলে নিতে পারলে কিংবদন্তি মুরলীধরনকে ছুঁয়ে ফেলতে

পারেন।কিংস্টনের সাবিনা পার্কে রেকর্ডের সামনে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচে চার জোড়া উইকেট তুলে নিতে পারলে কিংবদন্তি মুরলীধরনকে ছুঁয়ে ফেলতে পারেন অশ্বিনকী সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচে চার জোড়া উইকেট তুলে নিতে পারলে কিংবদন্তি মুরলীধরনকে ছুঁয়ে ফেলতে পারেন অশ্বিনকী

সেহরেকর্ডটেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে ৩৫০ উইকেট শিকারের নজির রয়েছে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলীধরনের। ৬৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৩৫০ উইকেট পেয়েছিলেন

মুলরীধরন।রেকর্ডে সামনে অশ্বিন৬৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে অশ্বিনের উইকেট সংখ্যা এখন ৩৪২টি। সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে অশ্বিন যদি দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট তুলে নিতে পারেন তবে কিংবদন্তি মুলরীধরনকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবেন অশ্বিন।একনজরে সবচেয়ে কম ইনিংসে ৩৫০ টেস্ট উইকেটের মালিকের তালিকা১) মুথাইয়া মুরলীধরন ৬৬ ম্যাচে২) ডেইল স্টেইন ৬৯ ম্যাচ৩) রিচার্ড হেডলি ৬৯ ম্যাচ৪) ডেনিস লিলি ৭০ ম্যাচে৫) গ্লেন ম্যাকগ্রা ৭৪ ম্যাচেঅশ্বিন কী সুযোগ পাবেনসেটাই এখন বড় প্রশ্ন! ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট সিরিজে ১৭ টি উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরার পুরস্কার জিতেছিলেন।সেই অশ্বিনকে এবার অবশ্য সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্যবহার করেননি বিরাট। পরিবর্তে রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলান। কম্বিনেশন ধরে রাখলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ম্যাচেও দলে সুযোগ হারাতে পারেন অশ্বিন।ক্যারিবিয়ন সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অশ্বিনের উইকেট সংখ্যাক্যারিবিয়ান সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৬০টি উইকেট পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

চহালের জাদুতে দক্ষিণ আফ্রিকা -এ দলকে হারাল ভারত-এ

অক্ষর পটেলের ঝোড়ো ব্যাটিং ও যুজবেন্দ্র চহালের ঘূর্ণিতে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলকে মাটি ধরাল ভারত এ দল। তিরুঅনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত এ দল করে ৩২৭ ।জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ হয়ে যায় ২৫৮ রানে। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন অক্ষর পটেল। মাত্র ৩৬ বলে ৬০ রান করেন তিনি। পটেলের এই মারমুখী ইনিংসের জন্যই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় ভারত এ দল।ভারত এ দলের প্রায় সবাই রান পেয়েছেন। শুবমান গিল ৪৭ বলে ৪৬ রান করেন। অধিনায়ক মনীশ পাণ্ডে ৪১ বলে ৩৯ রান করেন। শিবম দুবে মাত্র ৬০ বলে ৭৯ রান করেন। তিনটি বাউন্ডারি ও ছ''টি ওভার বাউন্ডারিতে সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস।ভারতের ইনিংসে গতি আনেন অক্ষর পটেল। তাঁর ৩৬ বলে ৬০ রানের ইনিংসে সাজানো ছিল ছ''টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারি। ৪৭ ওভারে ভারতের ৬ উইকেটে ৩২৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দল ২৫৮ রানে শেষ হয়ে যায়। ওপেনার রীজা হেনড্রিকসের ১১০ রান ও হেনরিক ক্লাসেনের ৫৮ ছাড়া আর কেউই সে ভাবে রান করতে পারেননি। চহাল ৪৭ রানে পাঁচটি উইকেট নেন। তাঁর স্পিনের মোকাবিলা করতে পারেননি প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা।

বাবাকে ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করব না,'' ক্ষোভ উগরে দিলেন বিখ্যাত ক্রীড়াব্যক্তিত্বের ছেলে

ওয়েবডেস্ক: ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ধ্যান চাঁদ। অনেকে তো বলেন, তিনিই ভারতের সেরার সেরা ক্রীড়াবিদ। ক্রিকেট এখন ভারতের গৌরব এনে দিলেও, একটা সময়ে ভারতকে জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছে হকি।

আর সেটাও হয়েছে ধ্যান চাঁদের জন্যই। কিন্তু বার বার উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন এই নায়ক। ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নাম বিবেচিত হলেও, শেষমেশ সেটা তাঁর কপালে জোটেনি। রাজনৈতিক কারণেই যে এই ব্যাপারটা হয়নি, সেটা খোলাখুলি বলে দিলেন ধ্যান চাঁদের ছেলে প্রাক্তন জাতীয় হকে খেলোয়াড় অশোক কুমার। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাবার ভারতরত্নের জন্য কোনো দিনও ভিক্ষা করবেন না তিনি।''২০১৩ সালে অবসরের সময়ে ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল সচিন তেন্ডুলকরকে। তখনই দাবি উঠেছিল প্রয়াত ধ্যান চাঁদকেও এই সম্মান দেওয়ার। কিন্তু সেটা হয়নি। এই প্রসঙ্গেই অশোক কুমার বলেন, ''মনমোহন সিং নিজে সম্মতি দিয়েছিলেন ভারতরত্নের জন্য এবং ততকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই সম্মান শীঘ্রই দেওয়া হবে। কিন্তু পরে জানতে পারি, এই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সরকার শুধু আমাদেরই না, গোটা দেশকেই অপমান করেছে।''এর পরেই তিনি বলেন, ''পুরস্কার কখনও দাবি করা যায় না, পুরস্কার কখনও ভিক্ষে করে আদায় করা যায় না। যিনি যোগ্য তাঁকে নিজে থেকেই পুরস্কার তুলে দেয় সরকার। এখন সরকারেরই ভাবা উচিত যে ধ্যান চাঁদ ভারতরত্ন পাওয়ার যোগ্য কি না!''উল্লেখ্য, ১৯২৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত হকি খেলে গিয়েছেন ধ্যান চাঁদ। তাঁর সময়েই ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালে, পর পর তিন বার অলিম্পিকের হকিতে সোনা জেতে ভারত। ২৯ আগস্ট তাঁর জন্মদিন। প্রতি বছর এই দিনটিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

(email: eeagrisouth@gmail Com)

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 04/EE(AGRI)/S/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invites separate **Percentage Rate e-Tenders (both Technical and Financial bid)** from the eligible bidders Up to **16/09/2019 at 04:10 PM** for the following works:

Sl No.	e-D.N.I.T No	Estimated Cost	Earnest Money	Pre-bid Conference	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of tender
1.	12/SE/AGRI/EE(SOUTH/2019-20	Rs. 48,64,031	Rs. 48,640	In the Office chamber of the Chief Engineer, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, Tripura on 09/09/2019 at 11.00 AM	Upto 4.00 PM of 16/09/2019	On 18/09/2019 at 1.00 PM (if Possible)	Appropriate Class
2.	13/SE/AGRI/EE(SOUTH/2019-20	Rs. 48,64,031	Rs. 48,640				
3.	14/SE/AGRI/EE(SOUTH/2019-20	Rs. 48,64,031	Rs. 48,640				

Bidders are requested to contact with office of the undersigned/go through the e-portal www.tripuratenders.gov.in.

ICA/C-965/19

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer
Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Government of Tripura.
Udaipur, Gomati.

F.No.5-(3-14)/MS/DHS/2015-2016
Dated, Agartala, 27/08/ 2019.

NOTICE INVITING RE- TENDER

Sealed tenders are hereby invited by the Director of Health services, Government of Tripura, Agartala from the bonafied, resourceful and experienced Purchase for purchasing/ disposal of used Hypofixure Solution, used X-Ray Film, Shredded empty Saline bottles (Plastic) ,Empty Phenyl Drums (Plastic & Tin) for the year 2019-2020 **(Valid up to 31-03-2021).** The Tender form with details description of the item and terms and conditions will be available from the office of the undersigned up to **16/9/2019** in any working day between 11.00 hours to 16.00 hours.

The sealed tender would be received at the office of the undersigned up to 16.00 hours of **23/9/2019** by **Registered Post/Courier Service/ Speed post** only and will be opened on next working day, if possible, in the office of the undersigned. The undersigned will not be responsible for any postal delay.

The tender documents with Terms and Condition also may be down loaded from website www.health.Tripura.gov.in. https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-961/19

Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala.

Government of Tripura

Workshop Cum Awareness Programme on Legal Guardianship issue on 31 August, 2019 at 1100 hours at Rabindra Satabarshiki Bhavan, Hall No.-II, Agartala

Organized by

Local Level Committee under the National Trust, District Administration, West Tripura District

In association with

Abhoy Mission and Composite Regional Centre, Agartala

Chief Guest :- Smti Santana Chakma,
Honb'le Minister, Social Welfare &Social Education Dcpartment,Tripura

Guest of Honour :-
Judge (Retd.)·Dr. B. K. Kilikdar,
Vice President, Indian Red Cross Society, Tripura State Branch.

Mr. U. K. Shukla,
Assistant Legal Advisor, National Trust, DEPWD, MSJE, Government of India.

Your kind presence in the auspicious occasion is highly solicited.

(Dr. Mahatme Sandeep N., IAS)
District Magistrate & Collector
West Tripura District
ICA/D-828/19-20

কাশ্মীরে গিয়ে অসুস্থ দলীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইয়েচুরির

শ্রীনগর, ২৯ আগস্ট (হি.স.) সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরে যান সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সেখানে গিয়ে দলের প্রাক্তন বিধায়ক ইউসুফ তারিগামীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

এদিন দুপুরে শ্রীনগর পৌঁছান বর্ষীয়ান সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। বিমানবন্দর থেকে পুলিশ তাঁকে এসকর্টে করে শ্রীনগরের সিভিল লাইন এলাকার গুপকার রোডের অবস্থিত তারিগামীর বাসভবনে পৌঁছিয়ে দেন। অসুস্থ তারিগামীর সঙ্গে প্রায় তিন ঘন্টা বৈঠক করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে জম্মু ও কাশ্মীরে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনও ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়াতে পারবেন না তিনি বলে জানিয়ে দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত।

জম্মু ও কাশ্মীরে দলের প্রাক্তন বিধায়ক ইউসুফ তারিগামী সঙ্গে দেখা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আগেই পিটিশন দিয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। ওদিন সেই পিটিশনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এক নির্দেশিকায় বলেছিলেন, দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে পারেন সীতারাম ইয়েচুরি। সেখানে গিয়ে তাঁর বন্ধু ইউসুফ তারিগামীর সঙ্গে দেখাও করতে পারবেন তিনি। আদালত সীতারাম ইয়েচুরিকে সতর্ক করে দিয়ে বলে দেখা করা বাদে অন্য কোনও বিশেষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগ দিতে পারবেন না তিনি।

আহমেদাবাদে ৮টি ইলেকট্রিক বাসের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ

আহমেদাবাদে, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : আহমেদাবাদের সাইন্স সিটিতে ৮টি ইলেকট্রিক বাসের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি জিতু বাঘানি সহ আরও অন্যান্য বিজেপি নেতারা।

অমিত শাহ বুধবার অনেক রাতে আহমেদাবাদ পৌছান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী। এদিন সকালে সাইন্স সিটিতে আহমেদাবাদ নগর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসে পতাকা নেড়ে ইলেকট্রিক বাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এদিন তিনি সিটি রোড পৌরসভা অঞ্চলে একটি পার্কে ১০৮টি গাছ লাগিয়ে 'মিশন মিলিয়ন ট্রীজ'—এই প্রকল্পের কাজ শেষ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর ওই পার্কের পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৬ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১০ লাখ গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এদিন অমিত শাহ উদ্বোধনের পর ১৮টি ইলেকট্রিক বাসকে আহমেদাবাদ শহরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে।শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে আগামী দু' মাসের মধ্যে আরও ৩২ টি ইলেকট্রিক বাসের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

গান্ধীনগর লোকসভা থেকে নির্বাচিত অমিত শাহ এদিন ইলেকট্রিক বাসের পাশাপাশি সোওয়াইপ স্টেশনেরও উদ্বোধন করেন। এরপর এদিন দুপুরে তিনি এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। দিল্লি ফেরার আগে গান্ধীনগরের আরও একটি অনুষ্ঠাতে যোগ দেন অমিত শাহ।

ভারতীয় টাকার পতন অব্যাহত, বাজারের শুরুতেই ১ ডলারের দাম ৭১.৯৫

মুম্বই, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ফের পড়ল ভারতীয় টাকার দামঊ বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতেই মার্কিন ডলারের প্রতি টাকার দাম ১৭ পয়সা কমে দাঁড়ায় ৭১.৯৫ টাকাঊ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবণতা বজায় থাকেঊ এর আগে বুধবারই মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামে পতন হয়েছিল ২৯ পয়সাঊ বৃহস্পতিবার ফের পতনের গ্রাসে ভারতীয় টাকা।

মার্কিন ডলারের সঙ্গে দৌড়ে বুধবার ভারতীয় টাকার পতন হয়েছিল ডলারের সাপেক্ষে ৭১.৭৭ টাকায়ঊ বৃহস্পতিবার বাজার শুরুতেই ১ মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়াল ৭১.৯৫ টাকাঊ এই প্রবণতায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে শেয়ার বাজারেঊ গত কয়েক দিন ধরে টাকার দাম হু হু করে পড়ছেঊ আর সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতেও একটা চিন্তার ভাঁজ পড়েছেঊ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, পণ্য আমদানির জন্য মার্কিন ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই টাকার মূল্যে এই রেকর্ড পতন।

বৃহস্পতিবার ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রাজ্য কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আমলেই অযোধ্যায় গড়ে উঠবে রাম মন্দির : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় গড়ে উঠবে রাম মন্দির। বৃহস্পতিবার এমনই জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী সুনীল ভারালা।

এদিন সুনীল ভারালা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই ভগবান রামের মন্দির অযোধ্যায় গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী নিষ্পত্তিতে বিশ্বাসী। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজে হাতে রাম মন্দির গড়বেন। তাঁর মধ্যেই বিপুল ক্ষমতা রয়েছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুনীল ভারালা জানিয়েছেন, প্রায় প্রতিদিনই সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে শুনানি চলছে। শীঘ্রই রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেবে দেশের শীর্ষ আদালত বলে দাবি করেছেন তিনি। সুনীল ভারালা আরও দাবি করেছেন যে এখন মুসলমান সম্প্রদায়ও এই বিষয় নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে। ২০১০ সালের এলাহাবাদ হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৪ অ্যাপিল পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অযোধ্যার বিতর্কিত জমিকে তিন ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দেন। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড, নিরমোহি আখড়া, রামলালা মধ্যে ২.৭৭ একর জমি ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

পিওকে এবং গিলগিত-বালতিস্তানকে অবৈধভাবে দখলে রেখেছে পাকিস্তান, লেহ-তে বার্তা রাজনাথের

লেহ (লাদাখ), ২৯ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতকে কোণঠাসা করতে গিয়ে, পাকিস্তান নিজেই রীতিমতো চাপে রয়েছেঊ বাংলাদেশ, ফ্রান্স-সহ বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, কাশ্মীর ইস্যু ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ঊ কিন্তু, ইমরান খান সরকার এখনও হাল ছাড়ছে নাঊ এই আবহেই ইমরান খান সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের প্রশ্ন, 'কাশ্মীর কবে পাকিস্তানের ছিল?'

বৃহস্পতিবার সকালেই লেহ-তে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংঊ লেহ-তে ২৬ তম 'কিষাণ-জওয়ান বিজ্ঞান মেলা'-র উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এরপরই ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'পাকিস্তানকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, কাশ্মীর কবে পাকিস্তানের ছিল যে কেঁদেই চলেছে? পাকিস্তান তৈরি হয়েছে তাই আপনাদের অস্বস্তিকে আমরা সম্মান করিঊ এই বিষয়ে পাকিস্তানের কোনও অবস্থানই নেই।

রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'প্রকৃত সত্য হল, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং গিলগিত-বালতিস্তানকে অবৈধভাবে দখলে রেখেছে পাকিস্তান।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীর ইস্যুতে কিছু দিন আগেই সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পর কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সৌদি আরবের যুবরাজকে অবগত করেন ইমরান খানঊ কিন্তু, এখনও হাল ছাড়ছেন না ইমরান খানঊ বুধবারই কাশ্মীর ইস্যুতে জর্ডানের দ্বিতীয় রাজা আবদুল্লার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন ইমরান খানঊ এছাড়াও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরনের সঙ্গেও কথা বলেন ইমরান।

আহমেদাবাদে ৮টি ইলেকট্রিক বাসের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ

আহমেদাবাদে, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : আহমেদাবাদের সাইন্স সিটিতে ৮টি ইলেকট্রিক বাসের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি জিতু বাঘানি সহ আরও অন্যান্য বিজেপি নেতারা। অমিত শাহ বুধবার অনেক রাতে আহমেদাবাদ পৌছান।

সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী। এদিন সকালে সাইন্স সিটিতে আহমেদাবাদ নগর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসে পতাকা নেড়ে ইলেকট্রিক বাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এদিন তিনি সিটি রোড পৌরসভা অঞ্চলে একটি পার্কে ১০৮টি গাছ লাগিয়ে 'মিশন মিলিয়ন ট্রীজ'—এই প্রকল্পের কাজ শেষ করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর ওই পার্কের পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৬ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১০ লাখ গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এদিন অমিত শাহ উদ্বোধনের পর ১৮টি ইলেকট্রিক বাসকে আহমেদাবাদ শহরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে।শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে আগামী দু' মাসের মধ্যে আরও ৩২ টি ইলেকট্রিক বাসের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

গান্ধীনগর লোকসভা থেকে নির্বাচিত অমিত শাহ এদিন ইলেকট্রিক বাসের পাশাপাশি সোওয়াইপ স্টেশনেরও উদ্বোধন করেন। এরপর এদিন দুপুরে তিনি এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। দিল্লি ফেরার আগে গান্ধীনগরের আরও একটি অনুষ্ঠাতে যোগ দেন অমিত শাহ।

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়াল মৃত্যু একজনের, আহত ৪ জন

প্রতাপগড় (উত্তর প্রদেশ), ২৯ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান বাড়ির দেওয়ালঊ দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনেরঊ এছাড়াও আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ প্রতাপগড়ের কুন্দা কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত 'জামেঠি মহাজন কা পূর্বা' গ্রামের ঘটনাঊ নিহতের নাম হল, রাম বাহাদুর প্যাটেল (৬৫)ঊ তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রিঊ আহত অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এএসপি (পশ্চিম) সুরেন্দ্র প্রসাদ জানিয়েছেন, রুধবার 'জামেঠি মহাজন কা পূর্বা' গ্রামে একটি বাড়ির দেওয়াল তৈরি করছিলেন রাম বাহাদুর প্যাটেলঊ দেওয়ালের কাছেই উপস্থিত ছিলেন আরও ৪ জনঊ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দেওয়ালঊ দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যান রাম বাহাদুর প্যাটেল-সহ পাঁচজনঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের তত্পরতায় তাঁদের উদ্ধার করে নিকবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছত্তিশগড় ও ওডিশায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা গুজরাট-কর্ণাটক উপকূলেও : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ছত্তিশগড় ও ওডিশায়ঊ ছত্তিশগড় ও ওডিশা ছাড়াও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব রাজস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, কর্ণাটক উপকূল এবং কেরলেঊ বৃষ্টিতে ভিজবে পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী জেলা এবং ঝাড়খণ্ডওঊ বৃহস্পতিবার এমনই পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)ঊ

ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতায় আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ছত্তিশগড় ও ওডিশায়ঊ এছাড়াও পূর্ব রাজস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, কর্ণাটক উপকূল, কেরল, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী জেলা এবং ঝাড়খণ্ডেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছেঊ আইএমডি আরও জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আরব সাগরে, পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বরাবর ৪৫-৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারেঊ এই সময়ে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র, তাই মত্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে

ঐতিহ্যবাহী কমলাসাগর ভাদ্র মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ আগস্ট ।। বৃহস্পতিবার কমলাসাগরে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলবে দুইদিন ব্যাপি। মেলাকে সহযোগিতা করেছে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন, বিশালগড় ব্লক প্রশাসন, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকালে কমলাসাগর ভাদ্র মেলার সূচনা করেন উদ্বোদক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার বিধায়ক সুভাষ দাস। প্রদীপ প্রজ্জ্বলের মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই শুভু সূচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানকে প্রালবও করে তুলতে উপস্থিত পূণার্থীদের ভীড় ছিল লক্ষনীয়। মেলাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগর ভাদ্র মেলা ছিল নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে। মায়ের মন্দিরকে আলোক সজ্জায় সাজিয়ে তুলেছে মেলা কমিটি। মেলায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রীয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলা শাসক তথা সি কে জমাতিদয়া, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকর্তা রতন বিশ্বাস, মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখরা।

দাম কমল পেট্রোল-ডিজেলের, কার্যকর মধ্যরাত থেকেই

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ফের দাম কমল পেট্রোল ও ডিজেলেরঊ মধ্যরাত থেকেই গোটা দেশে কার্যকরী হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দামঊ খুব বেশি না হলেও, জ্বালানি তেলের দাম সামান্য কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দেশবাসীঊ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে লিটারে মাত্র ০.০৬ পয়সাঊ ডিজেলের ক্ষেত্রে দাম কমেছে লিটারে মাত্র ০.০৫ পয়সাঊ

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন সূত্রের খবর, নতুন মূল্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৭২.০১ টাকাঊ কলকাতায় ৭৪.৭১ টাকা, মুম্বইয়ে ৭৭.৬৭ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৭৪.৮০ টাকাঊ অন্যদিকে, দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৬৫.৩০ টাকাঊ কলকাতায় ডিজেলের নতুন দাম ৬৭.৬৮ টাকা, মুম্বইয়ে ৬৮.৪৬ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৬৮.৯৯ টাকাঊ মার্কিন ডলারের নিরিখে টাকার দামে পতন হলেও, জ্বালানি তেলের দাম কমায় স্বস্তিতে দেশবাসী।

২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের দু'টি রাজ্যসভা আসনে উপ-নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ঘোষিত হল উত্তর প্রদেশের দু'টি রাজ্যসভা আসনের উপ-নির্বাচনঊ আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের দু'টি রাজ্যসভা আসনে উপ-নির্বাচন হবেঊ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণ হবে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্তঊ সুরেন্দ্র সিং নাগার এবং সঞ্জয় শেঠ ইস্তফা দেওয়ার কারণে উত্তর প্রদেশের দু'টি রাজ্যসভা আসনে উপ-নির্বাচন অনিবার্য হয়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের দু'টি রাজ্যসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবেঊ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১২ সেপ্টেম্বরঊ প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বরঊ ভোটগ্রহণ হবে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্তঊ ভোটগ্রহণ শেষে ওই দিনই বিকেল পাঁচটা থেকে ভোটগণনা হবে।

সরকারি মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক, সুরক্ষিত নবজাতক-প্রসূতিরা

কোচবিহার, ২৯ আগস্ট (হি.স.): সাতসকালে আগুন-আতঙ্ক কোচবিহারের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেঊ বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিট অর্থাতমাতৃতায় আগুন লাগেঊ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় মা ও শিশু সুরক্ষা ইউনিটঊ ধোঁয়া বের করতে জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলা হয়ঊ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিজনরাঊ নবজাতকদের কোলে নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন মায়েরাঊ উদ্ধারকাজে হাত লাগান হাসপাতালের কর্মী, চিকিতক ও নার্সরাওঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের ঘন্টাখানেকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।